চোর

বা

বাহাদুর।

(গীতি-নাট্য)

শ্রীনির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

—:*:—

গুড্‌ফ্রাইডে, ৮ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল,

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত।

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

উৎসর্গ।

বন্ধুবর—

শ্রীযুক্ত কামদাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,

ইন্সপেক্টার অফ্ পুলিশ,

নিলফামারী,

রঙ্গপুর।

প্রিয় কামদা,

বেশী কিছু না বলিয়া "চোর"কে * তোমার নিকট পাঠাইলাম। হাতকড়ি লাগাইবার উপযুক্ত হইলে—হাতকড়ি লাগাইও, পুরস্কারের যোগ্য হইলে—পুরস্কার দিও। ইতি

লাভপুর, বীরভূম।
১৩ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

স্নেহবদ্ধ—
নির্ম্মল।

* এই গীতি-নাট্যখানির প্রথমে "চোর" নাম দেওয়া হয়; অভিনয়-ঘোষণা-কালীন মনোমোহন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ "চোর"এর পরিবর্ত্তে 'বাহাদুর" নাম মনোনীত করেন।

নিবেদন

এই গীতিনাট্যের গল্পাংশ যে ঠাকুরমার রূপকথা হইতে লওয়া, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, স্মৃতি-শক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ সমগ্র গল্পটি মনে পড়ে নাই; তাই যেটুকু মনে ছিল, তাহাই লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছি। কাজেই, কিশোর, চুণি, বাদি প্রভৃতির ন্যায় কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। হয় ত অন্য গল্পেরও কিছু ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়া, 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়াছে; কিন্তু সে পাপ আমার জ্ঞানকৃত নহে। জ্ঞানকৃত পাপ আমার এই যে, ঠাকুরমার "এক যে ছিল রাজা" প্রভৃতি গল্প বলিবার সেই সরস সুরটিকে আমি বেসুরো সুরে গাহিয়াছি। কারণ, সে অপূর্ব্ব সুর অনুকরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তথাপি যদি এই বেসুরো সুর কাহারও ভাল লাগে, তবে তাহা আমার নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, সহৃদয় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহোদয় এই গীতি-নাট্যখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য, সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী মহোদয় গানগুলির সুর-সংযোগ করিয়া দিয়াছেন—এমন কি, সুর-সংযোগের সুবিধার জন্য কয়েকটি গানের কথার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয় ইহার মুদ্রাঙ্কণের ভার লইয়া আমাকে একটা বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অবকাশে তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৭নং সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।
১৬ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল।

বিনীত—
শ্রীনির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সমরসিংহ	...	...	মোহনপুরের রাজা।
গণপতি	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
রমাপতি	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
কিশোর	...	...	রমাপতির বন্ধু।
রণরাও	...	...	রামগড়ের রাজা।
ভরত	...	...	ঐ মন্ত্রী।
শ্যাম সিংহ	...	..	ঐ সহর-কোটাল।
হারু	...	...	সহর-কোটালের ভৃত্য।

সভাসদ্‌গণ, বিচার-শ্রবণেচ্ছু ও প্রার্থী ব্যক্তিগণ, কাঠুরিয়া-বালকগণ, প্রহরিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কমলা	...	...	রণরাওয়ের কন্যা।
সরলা	...	...	ঐ সখী।
সবিতা	...	...	ভরতের কন্যা।
লক্ষ্মী	...	...	শ্যাম সিংহের মাতা।
সারদা	...	...	বেশ্যা-বাড়ীওয়ালী।
চুণি } বালি }	...	...	সারদার বাটীর ভাড়াটিয়া বেশ্যাদ্বয়।

নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

বাহাদুর

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	,, দেবকণ্ঠ বাগ্চী।
নৃত্য-শিক্ষক	,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
বংশীবাদক	,, অমৃতলাল ঘোষ।
সঙ্গতী	,, রজনীকান্ত ঘোষ।
প্রম্‌টার	,, প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	,, কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

সমরসিংহ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ।
গণপতি	,, জিতেন্দ্রনাথ দে।
রমাপতি	,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
কিশোর	,, অহীন্দ্রনাথ দে।
রণরাও	,, মৃত্যুঞ্জয় পাল।
ভরত	,, উপেন্দ্রনাথ বসাক।
শ্যামসিংহ	,, ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
হারু	,, মন্মথনাথ বসু।
কমলা	শ্রীমতী পঙ্কজিনী।
সরলা	,, সরোজবাসিনী।
লক্ষ্মী	,, হেমন্তকুমারী।
সারদা	,, চারুবালা।
চুণি	,, রাণীসুন্দরী।
বালি	,, শশিমুখী।

L P. Wo

প্রস্তাবনা।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা।
বুদ্ধির দৌড় আছেই তাদের, চুরি করে যারা॥
পরের চক্ষে দিয়ে ধূলি, সরাতে হবে বামালগুলি,
খুব সোজা কাজ নয় ত সেটা, নিন্দে করে কারা ?
নিজের জন্যে কর্‌লে চুরি, তাতে নাই বাহাদুরী ;
নিজের পেট পূরিয়ে কেবল পরকে হয় মারা॥
আমোদ কর্‌তে কর্‌লে চুরি, তাতেই আছে বাহাদুরী,
শিখতে হয়, যত্ন ক'রে চাতুরীর সব ধারা॥

—⊱⊰—

বাহাদুর।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মোহনপুর—অলিন্দ।

সমরসিংহ ও গণপতি।

সমর। গণপতি! রমাপতিকে নিয়ে কি করা যায়? সে দিন দিন যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ছে, তাতে তাকে আমার পুত্র ব'লে পরিচয় দিতেই লজ্জা বোধ হয়। কিশোর নামে তার কে একজন সঙ্গী জুটেছে, শুন্‌ছি, তার সঙ্গে মিশে সে জঘন্য আমোদ-আহ্লাদে সর্ব্বদাই উন্মত্ত থাকে। আমোদ কর্‌বার জন্য, সে যার-তার বাড়ীতে চুরি করে; প্রাতে গৃহস্বামী যখন সর্ব্বস্ব চুরি গিয়েছে ব'লে সকলের নিকট আক্ষেপ কর্‌তে থাকে কিংবা সহর-কোটালকে

সংবাদ দিতে যায়, তখন হাস্‌তে হাস্‌তে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। আমার পুত্র ব'লে তারা এই মর্ম্মান্তিক তামাসাতেও তা'কে কিছু বল্‌তে পারে না। রাজার পুত্র হয়ে যদি নিজের মর্য্যাদা না বোঝে, তবে তা'হতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হ'তে পারে? তাকে শোধরাবার উপায় কি?

গণপতি। আমার বিবেচনায় তা'কে ডেকে এনে সদুপদেশ দিন; তাতেও যদি তার মতি না ফেরে, কিছুদিনের জন্য তাকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখুন—ভয় দেখান যে, তাকে ত্যজ্যপুত্র ক'রবেন। সে জানে, যে আপনি তাকে যতই কেন তিরস্কার করুন না, তা'কে কখন কোন প্রকার ক্লেশ আপনি দিতে পার্‌বেন না। আপনার অত্যধিক স্নেহের ভরসায় সে দুনিয়ার সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে। যদি বুঝ্‌তে পারে, যে সে আপনার স্নেহে বঞ্চিত হয়েছে, তা'হলে নিশ্চয়ই তার মতি সৎপথে ফির্‌বে। আপনি কিছু দিনের জন্য কঠোর হ'ন দেখি।

সমর। সেইটাই যে পারি না বাপ্‌। শৈশবেই সে মাতৃহারা; তাকে শাসন কর্‌তে গেলেই তার মার সেই কাতর অন্তিম অনুরোধ মনে পড়ে যায়—আর সকল কঠোরতা আমা হ'তে দূরে পলায়ন করে। মৃত্যুকালে তোমাদের মা আমার পা দুটো জড়িয়ে বারবার বলেছিল—"আমি একটি আলালের ঘরের দুলাল রেখে চল্লুম। তাকে চাপ দিও না, তাকে চির-প্রফুল্ল রেখো"। তাই আমি তার প্রতি কঠোর হ'তে পারি না।

গণপতি। কঠোর যদি না হ'তে পারেন, তবে তার সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন। (চিন্তা করিয়া) একেবারে ত্যাগই বা কর্‌বেন কেন? অন্য উপায়ে—

সমর। (সাগ্রহে) কি উপায় বল ত বাবা, কি উপায় বল ত বাবা?

গণপতি। বল্‌ছি: কিন্তু সে উপায়ও একেবারে কঠোরতাশূন্য নয়; তবে অপেক্ষাকৃত কম কঠোর।

সমর। বল, বল, না হয় কর্ত্তব্যের জন্য একটু কঠোরই হওয়া যাবে। সিংহ-শাবকের শৃগালের ন্যায় আচরণ দেখে চুপ ক'রে থাকাও ত কর্ত্তব্য নয়। বল, বল, কি উপায় বল?

গণপতি। কথা ঐ একই—তবে ঐ কথাগুলোই একটু নরম আকারে মুখ থেকে বার করা।

সমর। কি রকম?

গণপতি। এই ধরুন—প্রথমে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, "বাপু! তুমি খাও কার কপালজোরে?" তাকে নিশ্চয় বল্‌তে হবে যে, সে আপনারই কপালজোরে খায়। কেন না, তার ত আর রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা নাই। তখন আপনি বল্‌বেন, "এই যে আমার কথা না শুনে দুষ্টুমি ক'রে বেড়াচ্ছ, আমি যদি তোমায় খেতে না দিই, তবে তুমি খাওই বা কোথায় আর দুষ্টুমিই বা কর কিসের জোরে?"

সমর। ও বাবা, "খেতে না দিই" এমন কথা আমি তাকে বল্‌তে পার্‌ব না। আরও নরম দেখে উপায় খোঁজো।

গণপতি। তবে আর কি উপায় হবে? আচ্ছা, আর এক কাজ ক'রতে পারেন। আমি আপনার হ'য়ে তাকে এই কথা বল্‌ব। আপনি কেবল সায় দিয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন কর্‌বেন।

সমর। তা বরং কতক পারা যায়, তা বরং কতক পারা যায়।

গণপতি। বেশ, আপনি তবে তাকে ডাক্‌তে পাঠান।

সমর। কে আছ,—ছোট রাজকুমারকে একবার ডেকে নিয়ে এস ত।

নেপথ্যে। যো হুকুম।

সমর। দেখ বাবা, তুমিই তাকে ঐ মিষ্টি কঠোর কথাগুলো বলো, আমি কেবল সায় দিয়ে যাব।

(রমাপতির প্রবেশ)

রমা। বাবা! আমায় ডাক্‌ছিলেন?

সমর। এঁ্যা; হ্যা। (গণপতির প্রতি চাহিলেন)

রমা। (স্বগত) মুখ চাওয়াচায়ি; ব্যাপারখানা কি?

গণপতি। ভাই রমাই, তোমাকে একটি প্রশ্ন কর্‌বো, ঠিক উত্তর দাও দেখি। বল দেখি, তুমি খাও কার কপালজোরে?

রমা। এই কথা? কেন, নিজের কপালজোরেই খাই।

গণপতি। আরে, হতভাগা বলে কি? বাবা যদি তোকে খেতে না দেন, তবে তোকে খেতে দেবে কে?

রমা। কেন, জীব দিয়েছেন যিনি—আহার যোগাবেন তিনি—এ তো সোজা কথা।

গণপতি। বটে! আচ্ছা ধর্,—তোর দুর্ব্যবহারের জন্য বাবা যদি আজ তোকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে—

সমর। (ব্যস্ত ও ভীতভাবে) গণপতি—

গণপতি। একটু চুপ করুন না বাবা; ভয় কি? (রমাপতির প্রতি) ধর্, যদি আজ বাবা তোকে তাড়িয়ে দেন; তবে তুই ক'রে খেতে পারিস্?

রমা। তোমরা বসে বসে বুঝি আমাকে তাড়াবার পরামর্শই কর্‌ছিলে। বেশ দেখ, আমি নিজের কপালজোরে ক'রে খেতে পারি কি না।

[দ্রুত প্রস্থান।

সমর। ও রমাই, ও রমাই! ও গণপতি! রমাই যে রেগে চলে গেল।

গণপতি। যাক্ না, কোথায় যাবে? দুদিন খেতে না পেলে আপনি ফিরে আসবে; আর একেবারে শুধ্‌রে যাবে। রোজগারের ক্ষমতা যা, তা ত জানা আছে।

সমর। না, না; এ যে বড় কঠোর হ'য়ে গেল; এমন ত কথা ছিল না, এমন ত কথা ছিল না। ও যে বড় অভিমানী। রমাই ও রমাই—

[প্রস্থান।

গণপতি। এত আস্কা দিলে কি কখন ছেলে শাসন হয়!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামগড়—রাজপথ।

সারদার বাটীর সম্মুখ।

(চুণি ও বালির প্রবেশ)

উভয়ের গীত।

আমরা ভুলিয়ে আনি নাগর কত ঘরে।
আমরা রকম সকম জানি কত
তাইতে ভোলে পরে॥
হানি যদি নয়ন-বাণ মোরা,
সরম ভুলে কাছে আসে কতই না ছোঁড়া—
বলে গলা ধরে, আদর ক'রে, আর যাব না ছেড়ে।
ওগো কাট্‌লে নেশা, ভালবাসা, কেঁদে মরে পরে॥

বালি। দেখ্ ভাই সই! কেমন দুটি ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রা এইদিকে আসছে দেখ্। আহা, বড় সুন্দর! নয় ভাই সই? (একদৃষ্টে অবলোকন)।

চুণি। তাই ত ভাই, কে এরা? বোধ করি, কোন রাজপুত্র হবে।

বালি। চেহারা দু'খানা সেই রকম বটে। কিন্তু রাজপুত্র হ'লে কি আর অমন তল্পী ঘাড়ে ক'রে হেঁটে বেড়ায়?

চুণি। এরা যদি ভাই আমাদের বাড়ীওয়ালী মাসীর বাড়ীতে ভাড়াটে থাকে, তা' হ'লে তুই কি করিস্?

বালি। তুই কি করিস্, তাই আগে বল্ না? নিজেকে ছেড়ে আগে আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন লা?

চুণি। আমি যে কি করি, তা' ভাই বল্‌তে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, অন্যের মত প্রাণ ধ'রে তাড়িয়ে দিতে পারি না। (উভয়ের ব্যগ্র দৃষ্টি)।

(তল্পী স্কন্ধে রমা ও কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। ভায়া! বুঝি এইখানেই আড্ডা নিতে হয়। জোড়া চুম্বকে আকর্ষণ ক'র্‌ছে।

রমা। তুই হতভাগা নেহাৎ বেল্লিক। ওরা ভদ্রমহিলা কি না, আগে খবর নে; তার পর অমন বেয়াড়া বোল-চাল ঝাড়িস্।

কিশোর। হ'লেই বা ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলারা যদি অমন তের্‌ছ নয়নে আমাদের দিকে কটাক্ষ কর্‌তে পারেন, তবে আমিই বা কোন্ দুটো বোলচাল্ না ঝাড়্‌তে পারি? তুমি ত ভাই সোঁদা রয়ে গিয়েছ; এদিক্‌কার মর্ম্ম ত কখন বুঝ্‌লে না। আমি কি এমনিই বেকুফ যে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে রসিকতা কর্‌তে যাব?

রমা। তুই কেমন ক'রে জান্‌লি যে, ওরা বেশ্যা?

কিশোর। চেহারায় যে বিজ্ঞাপন লেখা দাদা; ও আর কষ্ট ক'রে জান্‌তে হবে কেন? রত্ন চিনে চিনে জহুরী হয়ে গেছি; এখন দূর হতেই ব'লে দিতে পারি, সাঁচ্চা কি ঝুঁটো।

রমা। না, না ; এখানে থাকা হবে না। (বিরক্তভাবে) এদের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, এরা আমাদের গিলে খাবে।

কিশোর। আরে খায় ত মার্কণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌ব। নাও, চলে এস। এইখানেই আস্তানার ব্যবস্থা করা যাক্। সন্ধ্যা হয়ে এল, আর হাঁট্‌তেও পারা যায় না।

রমা। না ভাই, বেশ্যালয়ে আড্ডা নিতে আমি পার্‌বো না।

কিশোর। দেখ, যে কাজ তুমি কর্‌তে এসেছ, অজানা জায়গায় সে কাজ চালাতে হ'লে, এদের ঘরেই আড্ডা নিতে হয়। তুমি মনে কর্‌বে, ছোঁড়া নিজের কোলেই ঝোল টান্‌ছে ; তা নয় ; এখানে নানা রকম লোকের আমদানি, নানা রকম সন্ধান পাওয়া যায়।

রমা। আচ্ছা, তবে দেখ।

কিশোর। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ গা! এখানে কি কোন বাড়ী খালি আছে ?

বালি। (সাগ্রহে) হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আছে, আছে, আছে।

চুণি। (বালিকে ঠেলিয়া পিছাইয়া দিয়া) আ-মর্, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, তুই কেন সেধে উত্তর দিচ্ছিস্ লা ?

কিশোর। (স্বগত) ও বাবা (সুরে)

এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুঃখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥

চুণি। আছে ভাই, এই বাড়ীতে দুটো কুঠ্‌রী খালি আছে। তোমরা কি থাকৃতে চাও ?

কিশোর। নইলে খামকা জিজ্ঞাসা ক'রে কষ্ট দেব কেন মণি ?

(বালির প্রতি) কি চাঁদ! তুমি বদনখানি অমন গোঁজের মত ক'রে রয়েছ যে?

বালি। (ঠেকার দিয়া) আর আমার সঙ্গে কেন ভাই? আমাকে ত তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর নাই। যাকে জিজ্ঞাসা করেছ, সেই উত্তর দিচ্ছে। আমি কেন সেধো হ'তে যাব ভাই?

(দ্বৈত গীত)।

কিশোর। ছি! ছি! এমন মান, চলে কি, ওলো প্রাণ,
বিদেশী সনে?

বালি। কেন জ্বালাও, যাও, যাও, যাও, যারে চাও,
প্রাণ টেনেছে যার টানে॥

কিশোর। আমি এখনও পথিক, কি চাহ অধিক,
মান ত্যজ, মান ত্যজ লো সই!

বালি। আমি চাই না কিছু, ফিরি না পিছু,
ফিরুক তোমার ওই;

কিশোর। বলি গেছে কি জানা, আমি ওটারই কেনা?

বালি। ভাব দেখে বোঝা যায়, ফুটে বল্‌তে কিগো হয়,
তুমি ওর জেনেছি মনে॥

কিশোর। না, না, না, না, ক্ষম লো দীনে।

বালি। (তবে) এস মোর সনে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রামগড়—রাজসভা।

রণরাও, ভরত, শ্যামসিংহ, রমাপতি, বিচার-শ্রবণেচ্ছু ও প্রার্থী ব্যক্তিগণ ও প্রহরিগণ।

রণরাও। মন্ত্রি! আজ বিচার্য্য বিষয় কি কি আছে?

ভরত। ধর্ম্মাবতার! আজ আর বেশী কিছু নাই; তবে আপনার রাজ্যের শেষ সীমায় মন্দুরা নামক যে গ্রাম আছে, সেই গ্রাম-প্রান্তস্থ নদীর স্রোত ফিরে গ্রামের দিকে আস্‌ছে। ঐ গ্রামে একটি বাঁধ বাঁধান আবশ্যক—এই মর্ম্মে প্রজারা হুজুরে এক দরখাস্ত করেছে। আর ঐ বাঁধ সত্বর বাঁধিয়ে দেওয়া না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হবে, সে কথারও উল্লেখ করেছে।

রণ। আচ্ছা, সেখানে বাঁধ বাঁধিয়ে দাও।

ভরত। (স্বগত) হুঁ:—মহারাজ যেমন, বাঁধ বাঁধিয়ে দাও; টাকা যেন খোলামকুচী! ঐ টাকাটা আমায় দিলে একটা জমিদারী কিনে ফেল্‌তুম।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদনান্তে) এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই পত্রখানি দিলেন।

ভরত। কৈ দেখি। (পত্র গ্রহণানন্তর মনে মনে পাঠ)

রণ। কি এমন পত্র মন্ত্রি, যে, পাঠ ক'রে তোমার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল?

ভরত। সকলেই শ্রবণ করুন।— (পত্র পাঠ)

"প্রবল-প্রতাপান্বিত শ্রীলশ্রীযুক্ত রামগড়াধিপতি বাহাদুর।

আপনার রাজ্যে দুই জন চোর আসিয়াছে। তাহারা কয়েকদিন যাবৎ আপনার রাজ্যে উৎপাত করিবে। তাহারা কোন্ দিন

কাহার বাটীতে চুরি করিবে, তাহা কিছু বলিয়া দিল না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিল যে, মহারাজ যেন এ চোর ধরিতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকেই ভার দেন। জানাইয়া চুরি করে, এমন চোরকে প্রহরিগণ ধরিতে পারিবে না। চোরদ্বয়কে যে ধরিতে পারিবে, চোরদ্বয়ই তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিবে। ইতি জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

রমা। অদ্ভুত পত্র!

সকলে। অদ্ভুত পত্র!

রমা। আমাদের বোধ হয়, এ কোন দুষ্ট লোকের ছলনা বা কোন বালকের খেলা।

রণ। হ'তে পারে। কিন্তু তথাচ আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের অসাবধানতায় যদি আমার প্রজাগণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়, তবে তা হ'তে আর আমাদের লজ্জার—নিন্দার বিষয় কি আছে? সহর-কোটাল! আজ তুমি নিজে সমস্ত রাত্রি পাহারা দেবে।

শ্যাম। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

রণ। আজিকার মত সভাভঙ্গ হ'ক।

[ভরত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভরত। সিন্দুক-পেঁটরার চাবী আর গিন্নীর কাছে রাখা নয়। সবই নিজের কাছে রাখ্‌ব। চোর ধর্‌বার ভার বোকা রাজা যদি আমাকে দিত, তবে চোরদের ধ'রে তাদেরও লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার লাভ হ'ত। সে টাকায় একটা জমিদারী কেনা হ'ত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

রমাপতি ও কিশোর।

কিশোর। দেখ্ দেখি, কেমন তকৃতকে ঘরে বাসা দিয়েছে। এই ঘরে থাক্তেই তোর কষ্ট হবে, তুই আবার অন্য জায়গায় চেষ্টা কর্তে বল্ছিলি। আচ্ছা, তুই কি ও ছুঁড়ীটাকে কিছু বলেছিস্ না কি? ও যে চ'খে কাপড় দিয়ে ছুটে ঘর ঢুক্লো।

রমা। আরে রামঃ, শেষ আমায় নিয়ে টানাটানি।

কিশোর। তাই বুঝি তুই কটু ক'য়ে তাড়িয়ে দিয়েছিস্?

রমা। না, কটু বল্ব কেন? তবে প্রকৃত কথা বলেছি।

কিশোর। এই কি তোর প্রকৃত কথা বল্বার সময়? জানিস্, এখন প্রকৃত কথা বল্লে কত অনিষ্ট হ'তে পারে? প্রতিবাসীরা—প্রতিবাসীই বা কেন, সমগৃহবাসী যারা, তারা শত্রু হ'লে তোর সব মত্লব ফেঁসে যাবে। যে প্রতিজ্ঞা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিস্, তোর সে প্রতিজ্ঞা থাক্বে না। এখন তুই নিজেই যখন অপ্রকৃত, তখন কথাটা কেবল প্রকৃত বল্লে কি চলে? বুদ্ধিমান্ হয়েও গোঁড়ামির ঝোঁকে, কেন যে এক একবার বোকার মত এক একটা কাজ করিস্, বুঝ্তে পারি না।

রমা। যা বল্ছিস্, সব সত্য। কিন্তু ভাই, ভদ্র-সন্তান হয়ে বেশ্যাসঙ্গ কেমন ক'রে কর্ব?

কিশোর। নাক টিপে যেমন ক'রে পাঁচন খায়, তেমনি ক'রে। আর বেশ্যাসঙ্গ ত ভদ্রসন্তান আর ধনিসন্তানদের একচেটে। ভদ্র-সন্তানের উদাহরণ ত আমাতেই দেখ্তে পাবে; আর ধনিসন্তানের উদাহরণ

ত গৃহে গৃহে বিদ্যমান। যা, এখন তার মান ভাঙ্গা গে যা। ওরা হাতে থাক্‌লে, ওদের দ্বারাই যে কোন কাজ না হবে, তারই বা মানে কি ?

রমা। আচ্ছা দেখি, মানভঞ্জনের পালা কেমন গাইতে পারি।

কিশোর। বহুত আচ্ছা। ঐ আস্‌ছে ; চল একটু অন্তরালে যাই।

[রমা ও কিশোরের প্রস্থান।

(চুণির প্রবেশ)

চুণি। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, সমস্ত পুরুষ জাতিটাই নিষ্ঠুর। কাতর-কণ্ঠে পায়ে ধরে তার প্রেম ভিক্ষা কর্‌লুম, ভিক্ষা দিলে না। এমন মানুষও আছে যে, আমাদের মত সৌন্দর্য্যভরা, যৌবনভরা রমণীর প্রণয় উপেক্ষা করে ! ধিক্‌ আমার রূপে, ধিক্‌ আমার যৌবনে ! যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আমি বেশ্যা বলেই সে আমার হ'ল না। আজ থেকে যদি বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করি, তবু সে আমার হবে নাকি ? না না, তাকে পাবার আশা দুরাশা ! সে নিজের পবিত্রতার উচ্চ শিখরে অবস্থিত, সে কেন অপবিত্রতার নিম্নস্তরে নেমে আস্‌বে ? যদিই বা সে সাধা-সাধনায় আস্‌তে চায়, আমি কেন তার অধঃপতনের কারণ হব ? কেন তাকে স্বর্গ হ'তে নরকে টেনে আন্‌ব ? তাকে আমার পথে না এনে আমিই তার পথে যাই না কেন ?

(ধীরে ধীরে রমাপতি ও কিশোরের প্রবেশ এবং কিশোরের অন্তরালে অবস্থান)

রমা। (জনান্তিকে) কি ভাব্‌চেন।

কিশোর। (চাপাস্বরে) হতভাগা, সুরু কর না।

রমা। (সহাস্থে) এ কি, তুমি তামাসা বুঝ্লে না—মান ক'রে বস্‌লে ? আমি যে একান্তই তোমার।

(জানু পাতিয়া করজোড়ে চুণির গীত)

ব'ল না, ব'ল না, ব'ল না এমন।
ছ'ল না, ছ'ল না, সেবিকা যে জন॥
মহত-মহান্ তুমি দেবদেবেশ, নাহি তাহে কালিমা-লেশ,
তার হে আমার পতিত জীবন॥
তোমারে চাহি না পেয়েছি তোমারে, কাতর আঁধার হৃদয়-মাঝারে,
মানসে পূজিব যাবত জীবন॥

কিশোর। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কি রকমটা হ'ল !

রমা। ওঠ, ওঠ, পায়ে ধরা কি সাজে ?

চুণি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি অন্ধকারে ডুবে আছি, ইষ্টদেব ! তুমি আমায় আলোক দেখাও। আমি পাপপঙ্কে মজ্জমানা, দেবতা ! তুমি আমায় পুণ্যপথে নিয়ে চল। আমার সঙ্গে আর চাতুরী ক'র না। দেবতা তুমি, তোমার চাতুরী সাজে না।

রমা। ওঠ, ওঠ, চোক মোছ। (উত্তোলন)

চুণি। বল, তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌লে ?

রমা। অপরাধ কৈ, তা মার্জ্জনা ক'র্‌ব ?

চুণি। অপরাধ যথেষ্টই। আমি তোমার ঐ রমণীমনোমোহন রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে পিশাচ কর্‌বার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তুমি যোগী, তোমার যোগ ভঙ্গ কর্‌তে আমার সাধ্য কি ? যোগিবর, আমাকে তোমার পুণ্যপথ দেখাও। তোমার রূপ, মন থেকে মুছে গিয়ে, গুণে হৃদয় আলো হ'য়ে গেছে !

কিশোর। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সুরে)

মঞ্জুল, বঞ্জুল, নিকুঞ্জ-মন্দিরে
সোঙরি সো গুণধাম।
মরম অন্তরে, জপয়ে মন্তর
একলি তোহার নাম॥

(অন্য সুরে ভঙ্গীসহ)

প্রেম পিরীত সামান্য নয়,
প্রেমের দায়ে নন্দনন্দন ধূলায় গড়াগড়ি যায়।

দু'টো আশ্বাস দে না রে। হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে দেখছিস্ কি? ভাবছিস্, বেশ্যার আবার এ কি ঢং? কিন্তু এ আর ঢং নয়; আঁতে ঘা লেগে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়ে গেছে। ঢং ক'রে দুটো কথা বলা সহজ বটে, কিন্তু চোক দিয়ে জল বার করা বড় শক্ত; তা চেষ্টা ক'রে দেখেছি। যা হোক, ভগবান্ তোর মেলালেন ভাল। বেশ্যা-সঙ্গ তুই ঘৃণা করিস্, দেবতা তোর মন বুঝে, তোকে দেবী-সঙ্গ প্রদান কর্‌লেন। এখন তোর পবিত্রতা পুরোমাত্রায় রক্ষা করেও, তুই তোর উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পার্‌বি।

চুণি। (পাদধারণ পূর্ব্বক) মার্জ্জনা—

রমা। (উত্তোলন পূর্ব্বক) করেছি।

কিশোর। (রমাপতির প্রতি) কাজের কথাটা এই সময় পাড়্‌না রে। (চুণির প্রতি) দেখ, আমরা এখানে চুরি করতে এসেছি—

চুণি। (বিস্ময়ে) চুরি কর্‌তে!

কিশোর। ও বাবা, চমকে ধমকে উঠ না। আমরা চুরি কর্‌ব বটে, কিন্তু যার ধন, তাকেই আবার ফিরিয়ে দেব। তবে শেষকালে চোর ধ'রে দিয়ে রাজার নিকট কিছু পুরস্কার গ্রহণ কর্‌ব। এ রকম

চৌর্য্যবৃত্তিতে, আশা করি তোমাদেরও সাহায্য পাব। সাহায্য কর আর নাই কর, আমরা যা কর্‌ব, তা যেন কারো নিকট প্রকাশ ক'র না।

(নেপথ্যে সারদা) ও চুণি, ও বালি, দোরটা খুলে দে লো।

কিশোর। কে বাবা বিট্‌কেল আওয়াজ দেয়?

চুণি। বাড়ীওয়ালী মাসী এলো। যাই গো।

[প্রস্থান।

রমা। চল্‌, আমরাও যাই।

কিশোর। তুই এগো, আমি যাচ্ছি।

রমা। এখানে কি কর্‌বি?

কিশোর। এই বেশ্যাটার বিষয় ভেবে একটু প্রকৃত প্রেম শিক্ষা কর্‌ব। ভাই! তুমি এগোও।

[রমাপতির প্রস্থান।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত কীর্ত্তিই না ক'রে আস্‌ছি। বাল্যে দুর্দ্দান্ত, যৌবনপ্রারম্ভে বেশ্যারূপ-মুগ্ধ, যৌবনে বেশ্যাসক্ত। আমাকে সংশোধন কর্‌বার জন্য বাপ-মা, যৌবন-সমাগমেই আমার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বেশ্যার ছলনায় মুগ্ধ আমি—বিবাহের পরদিনই গৃহত্যাগ কর্‌লুম। সেই নির্দ্দোষী বালিকার কি হবে, একদিনের জন্যও ভাব্‌লুম না। আহা! বিবাহের রাত্রের সেই কচিমুখখানি এখনও ছায়ার মত মনে পড়ে। শুভদৃষ্টির সময় সেই লজ্জাবনমিত পলক, সেই জড়সড় ভাব,—মরি মরি কি সুন্দর! আহা, এই যে তার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। (অঙ্গুরীয় চুম্বন) কিন্তু পাপকার্য্য ক'রে ক'রে হৃদয় পাষাণ হ'য়ে গেছে, বিবেকে ময়লা ধ'রে গেছে। মনে করি—বেশ্যা নিয়ে বড় আমোদে আছি, কিন্তু আমোদ কি?—মন ভাল

থাক্‌লে ছুটো মনরাখা মিষ্টি কথা, নয় ত অপমান। আমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছি; সুধা ভ্রমে হলাহল পান করেছি। আর কি সৎপথে আসা চলে না? একবার চেষ্টা ক'রে দেখিই না। অভ্যাসবশে মাঝে মাঝে মনটা উড়্ উড়্ কর্‌বে বটে, কিন্তু একটু আত্মসংযমও যদি না কর্‌তে পার্‌লুম, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? রমার কাজ শেষ হলেই একবার এ কালামুখ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই বেশ্যা দেবী হ'তে পার্‌লে, আর আমি মানুষ হ'তে পার্‌ব না? এবার আমি এ খোলস বদ্‌লে নূতন মানুষ হব। তবে রমার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্যানুরোধে কিছু ভণ্ডামি রাখ্‌তে হবে। কিন্তু আমার এই পরিহাসপ্রিয় জীবন?—না, একে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না; এ যে মজ্জাগত হয়ে গেছে। (নেপথ্যে চুট্‌কীর শব্দ) ঐ বুঝি আমার তিনি ধরতে আস্‌ছেন। এই একেই বলে "হামতো ছোড়্‌তা, লেকিন কম্বলি নেহি ছোড়্‌তা"। মন, আর কেন? দমে থেক না—একটু চাঙ্গা হও।

(কিশোরকে সন্ধান করিতে করিতে বালির প্রবেশ)

বালি। তুমি এখানে! আর আমি তোমায় চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্চি। চুণি এখানে এসেছিল না?

কিশোর। ওরে বাপ রে; তবে কি সর্ব্বনাশই হ'ল রে। হাতছাড়া বুঝি হয়ে যায় রে।

(সুরে)

এখন হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়ে আঁকুসী,
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা রেখেছে ধরে॥

বালি। ঠাট্টা কচ্ছ, কিন্তু তুমিই বোঝ, বুকের নিধি যদি অপরে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, তা হ'লে কেমন ক'রে প্রাণ ধরি?

কিশোর। (সুরে)

সই! কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া।

এইবার ঝালটা তার ওপর গিয়ে পড়ুক; সখি গো, তুমি বল গো—

যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

বলি, আগেভাগেই ভেবে বস্‌ছ কেন? আগে ভাব্‌বার কারণ হ'ক, তার পর ভেবো!

বালি। কই—আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি—তুমি আমার, আর কারো নও।

কিশোর। গায়ে হাত তোলা কি ভালো? বিশেষ তুমি আবার স্ত্রীলোক।

বালি। বটে? বুঝেছি। (গমনোদ্যত)

কিশোর। (ধরিয়া) আরে না না, কিছুই বোঝ নাই। এই নাও, এই গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—(সুরে)

যথা তথা থাকি আমি,
তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহলি সবিশেষ·
হায় গো সকলি কহলি সবিশেষ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ—একপার্শ্বে তুড়ুম।

শ্যামসিংহ আসীন।

শ্যাম। আমার মাকে বলিহারি যাই। এখনও রাত দুপুর হয়নি, এরই মধ্যে ঘুমের ভারে আমার চোক জড়িয়ে আস্‌ছে, আর সেই আশী বছরের বুড়ী কি না রোজ সারা-রাত শিব-পূজায় কাটায়! মায়ের আমার শিবের প্রতি অচলা ভক্তি। কেবল এই পাড়া-কুঁদুলী হ'য়েই সব মাটী করেছে। যা হোক, আজ দেখ্‌ছি আর পটলীর বাড়ী যাওয়া হ'ল না। রাতটা দেখ্‌ছি নিরিমিষ্যি কেটে যাবে। রাজার যে কড়া হুকুম, তাতে আজ আর যেতে সাহস হয় না। অদৃষ্টে আজ দুঃখভোগ আছে, কে খণ্ডাবে? কোথেকে এ শালার আপদ দুটো জুট্‌লো! এখন এই দিক্‌টায় একবার ঘুরে আসা যাক্।

[প্রস্থান।

(সুসজ্জিতা চুণি ও বালির প্রবেশ)

বালি। ও সই! কোটাল যে চ'লে গেল ভাই?

চুণি। যাক্ না; আবার ফির্‌বে এখন।

বালি। সই! প্রেমের দায় বড় দায়—নয়?

চুণি। তা কি আজ বুঝ্‌লি? বড় দায় না হ'লে, কোথাকার কে—কোটালের মন ভোলাতে, কোটালকে জব্দ কর্‌তে—এই রাতদুপুরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌বি কেন বল্?

বালি। বাড়ীওয়ালী মাসী কিন্তু ভাই অনেক সন্ধান রাখে। কোটা-লের যে স্বভাবচরিত্র ভাল নয়—ওর মা যে খুব শিবভক্ত, আর পাড়াকুঁদুলী,—তা'ত মাসীই তোর রাজকুমারকে ব'লে দেয়।

চুণি। ছিঃ—আমার রাজকুমার বলিস্ নি। তিনি মহাপ্রাণ, আমি

ঘৃণিত বেশ্যা। কিশোর বাবুরও ভাই বহুরূপী সাজবার তারিফ আছে। আজ দিনের বেলায় যে রকম বুড়ো বামুন সেজেছিলেন, তাতে আমিও চিন্‌তে পারি নাই—কথা কওয়াতেও না। শেষে নিজে যখন খুলে বল্লেন, তখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম। তবু ত আমি তাঁকে দিনরাতই দেখ্‌ছি।

বালি। এঁ্যা—দিনরাতই দেখ্‌ছিস্, দিনরাতই দেখ্‌ছিস্?

চুণি। ভয় নেই লো, ভয় নেই। এতটা বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌ব না। ঐ লো কোটাল আস্‌ছে। (কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত কিশোরের বেগে প্রবেশ)

কিশোর। গান ধর, গান ধর। [বেগে প্রস্থান।

(চুণি ও বালির গীত)

আমরা কারে দিব যৌবন?
আমরা কারে দিব মন?
নারি দিতে তারি হাতে
যে জন শতে বিলায় মন॥
এ প্রাণ দিলে শঠের করে, কাঁদ্‌তে হবে অঝোরঝরে;
এমন জনে দিব না মোরা অমূল্য রতন॥

(সাহ্লাদে শ্যামসিংহের প্রবেশ ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে গীত)

(বালিকে) ওলো মোরে দে যৌবন।
(চুণিকে) ওলো মোরে দিবি মন॥
(বালিকে) আমি রাখ্‌ব তোরে মাথায় ক'রে
তুমি যে প্রাণ চাঁদবদন॥
(চুণিকে) ও প্রাণ চটো না লো তুমি,
কারণ অর্দ্ধেক তোমার আমি,
আধখানা তোর, আধখানা ওর—
ওলো যাদুধন॥

(পদতলে ডিগবাজী খাইয়া উথান)

বালি। আ-মর্ এ মিন্সে কে লা? তোমার নাম কি?

শ্যাম। আমার নাম পতি।

বালি। শুধু পতি ত আর নাম হয় না। কি পতি? যদুপতি, পশু-পতি, শ্রীপতি, ভূপতি, উমাপতি না গণপতি?

শ্যাম। আমার নাম উপপতি। ভগ্নীপতি ব'লেও ডাকতে পার।

বালি। (চিবুক ধরিয়া) বটে রে আমার রসের সাগর, রসিক নাগর!

শ্যাম। (হাই তুলিয়া ও আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া) হরি হে!

(ইতাবসরে রমাপতির প্রবেশ ও শ্যামসিংহের পকেট মারিয়া প্রস্থান)

বালি। আবার হরিনামও করা হয় নাকি?

শ্যাম। অবসর মত।

বালি। ইয়ার, একটু মদ খাওয়াবে ভাই?

শ্যাম। তবেই ত মুস্কিল ক'রলে, এত রাত্রে মদ কোথায় পাই?

বালি। মদের ভাবনা কি? টাকা দাও না, আমি এনে দিচ্ছি।

শ্যাম। (পকেট দেখিয়া) এ কি! আমার টাকা কোথায় গেল?

বালি। টাকা ঠিক এনেছিলে ত? না ভুলে মনে কর্‌ছ—এনেছিলে?

শ্যাম। না, না, ঠিকই এনেছিলুম।

বালি। তবে জামার থলিটা ছেঁড়া নয় ত?

শ্যাম। ছেঁড়া কি রকম? আমি কি ছেঁড়া জামা পরি? তা' যা' হ'ক, এখন মদের টাকা কোথায় পাই?

বালি। আংটী দাও না; কাল তখন টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিও।

শ্যাম। তোমাদের বাড়ী কোথায়? কেমন লোক?

বালি। ছিঃ—তুমি প্রেম জান না। আয় লো, চলে আয়।

শ্যাম। তুমিই কোন্ জান ভাই? নিজে বিশ্বাস ক'রে, ধার রাখ্‌তে

পার্‌ছ না, আর আমায় বল্‌ছ বিশ্বাস কর্‌তে। তোমরা নিজের দিক্‌টাই ভাল বোঝ।

বালি। বুঝিই ত। আমরা তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না। আয় লো, চলে আয়। (চুণিকে আকর্ষণ)

শ্যাম। এ আমার নাম লেখা আংটী ভাই। যদি অন্য কেউ দেখে ত কলঙ্ক রট্‌বে। অন্য আংটী হ'লে দিতে পার্‌তুম।

বালি। আর ভাইয়ে কাজ নাই, বোঝা গেছে। চল্ লো চল্।

(গমনোদ্যত)

শ্যাম। (স্বগত) আজকের রেতে যদিই বা ভগবান্ রাস্তার মাঝেই জুটিয়ে দিলেন, তাও দেখ্‌ছি রাখ্‌তে পার্‌ছি না। মরুক গে, কাল তখন টাকা দিয়েই ছাড়িয়ে নেবো। আজ বাড়ীটা চিনে গেলেই হবে। নইলে রাস্তার মাঝের এমন স্ফূর্ত্তি মাটী হয়। (প্রকাশ্যে) ওগো—ওগো! এই নাও, এই নাও, আমি এতক্ষণ তামাসা কর্‌ছিলুম। (আংটী প্রদান)

বালি। তবে আমিই কোন্ সত্যি সত্যি চ'লে যাচ্ছিলুম। ও যেমন তোমার তামাসা করা, তেমনি আমার চ'লে যাওয়া। যে যার মনে মনে বুঝে দেখ! (আংটীতে লেখা নাম পড়িয়া) তুমি শ্যামসিংহ? সহর-কোটাল? তোমার মত লোকের আংটী কি বাঁধা দিতে পারি? অন্য জায়গায় বাঁধা দিতে গেলে যে কোড়া খাব ভাই। আংটী তোমার এখনি ফিরিয়ে দেব। তবে কি জান ভাই, গরীবের অনেক সাধ যায়। (আংটী নিজ অঙ্গুলিতে পরিয়া) বড় লোকের দামী আংটী গরীবের আঙ্গুলে কেমন মানায়, তাই একবার দেখ্‌বার সাধ। সই, ঘর থেকে এক বোতল মদ নিয়ে আয় ত ভাই। শীগ্‌গির আস্‌বি। (চুণির দিকে অগ্রসর হইয়া)

দেখ, আমার ঘরের দেরাজে—(নিম্নস্বরে) কোটাল মদ খায় জেনে, এঁরা ঐ গাছতলায় মদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। (পূর্ব্বস্বরে) নিয়ে আয়। [চুণির প্রস্থান।

(তুড়ুম দেখাইয়া) এটা কি ভাই ? এইখানে বরাবর দেখ্‌ছি, কিন্তু ওতে কি হয়, জানি না।

শ্যাম। ওটা তুড়ুম।

বালি। তুড়ুম কি ? ওতে কি হয় ?

শ্যাম। ওতে চোরকে শাস্তি দিতে হয়। রাত্রে গারদ খোলা রাখ্‌বার হুকুম নাই। রাত্রে যদি কোন চোর ধরা পড়ে, তবে তাকে এই তুড়ুমে আট্‌কে রাখা হয়, পরে সকালে তার বিচার করি। এই দেখ না, আজ এক জোড়া চোর এতে আট্‌কে দিচ্ছি।

বালি। (স্বগত) কে কাকে আট্‌কায়, তার ঠিক কি ?

শ্যাম। খুচরো খাচরা চোরেদের বিচার আমিই ক'রে থাকি। তবে আজ রাত্রে যে চোর ধর্‌ব, তার বিচার রাজা নিজে এসে কর্‌বেন আজকের চোর যদি ধরা পড়ে,—যদি কি—নিশ্চয়ই পড়্‌বে—তবে রাজা প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফের্‌বার সময় এইখানেই তাদের বিচার ক'রে দিয়ে যাবেন।

বালি। যাক্, তা'হলে এতে মানুষ মরে না ?

শ্যাম। না। তবে কষ্ট পায়। তার উপর রাত্রের মধ্যে যে তাকে দেখ্‌তে পায়, সেই প্রহার ক'রে যায় ; তা'তে মানা নাই।

বালি। আহা, এত কষ্ট আপনারা কোন্ প্রাণে দেন ?

শ্যাম। অপরাধীকে শাস্তি দেব, তাতে আবার প্রাণ ট্রাণ কি ?

বালি। অপরাধ ত সকলেই ক'রে থাকে। ধরুন—আপনাদেরও যে মাঝে মাঝে অপরাধ না হয়, এমন ত নয়।

শ্যাম। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, আমরা হলুম বড় চাক্‌রে। যাক্, ও সব কি কথা এনে ফেল্লে? দুটো প্রেমের কথা কও,—কাণ, প্রাণ, ঠাণ্ডা হ'ক্।

বালি। প্রেমের কথা? প্রেমের কথা—কুসুমিত কুঞ্জবনে, যমুনা-পুলিনে, কৌমুদী-হসিত নিশীথেই ভাল। এই সদর রাস্তার উপরে, ইট্‌কাঠের বাড়ীর ধারে, এই ঘুট্‌ঘুটে আঁধারে, চোরের কথাই সাজে ভাল। যাক্, আপনি যেন প্রত্যহ অধীনীকে দেখা দেবেন। আজকের আলাপেই যেন প্রথম এবং শেষ না হয়। ওঃ—নিমেষের দেখায় তুমি আমায় কি ক'রে নিলে? না ভাই, মেয়ে মানুষের মন এতটা খারাপ ক'রে দেওয়া, তোমার উচিত হ'ল না।

শ্যাম। এঁ্যা—বল কি, বল কি? (গোঁপে তা দেওন)

বালি। (স্বগত) মরণ আর কি! মুখপোড়া মরে না? কিন্তু মদ আন্‌তে গিয়ে সই নিশ্চয়ই কিশোরকে ভাঙ্গাচ্ছে। নইলে এত দেরী হচ্ছে কেন?

(মদ লইয়া চুণির প্রবেশ)

চুণি। এই নাও। (শ্যাম হাত বাড়াইল, কিন্তু বালিকে দিল) তোমরা ব'স ভাই। আমার একটু কাজ আছে। আমি ঘরে যাই।

[প্রস্থান।

শ্যাম। চল না, আমরা শুদ্ধ যাই। (স্বগত) না বাবা, আজ আর যেতে সাহস হয় না। রাজার যে কড়া হুকুম। (প্রকাশ্যে) এস মণি! এই তুড়ুমের ধারে বসেই মালটা টানা যাক্। (উভয়ের উপবেশন)

বালি। (মদ ঢালিয়া) খাও।

শ্যাম। সে কি! আগে প্রসাদ ক'রে দাও।

বালি। তা কি হয়। তুমি গুরুলোক, তায় বড়লোক। তুমিই প্রসাদ ক'রে দাও।

শ্যাম। বহুৎ আচ্ছা। (মদ্যপান) ও বাবা, এ কি মদ? একপাত্র খেতে না খেতেই যে পৃথিবী ঘুরে উঠ্‌ল। (শয়ন) আঃ—উঃ— (অজ্ঞান)

(কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত রমাপতি ও কিশোরের পা টিপিয়া প্রবেশ)

কিশোর। বালি! এইবার তুমি বাড়ী যাও।

বালি। (আগ্রহে) হ্যাঁগা! মদ আন্‌তে গিয়ে সই তোমাকে—

কিশোর। বল্‌ছিল যে, তুমি বালিকে ছেড়ে আমায় ভালবাস। কি আপদ্! এখন ঘরে যাও। এর পর ঘরে গিয়ে, সে যে সমস্ত ভাল ভাল প্রেমের কথা আমায় বলেছিল, তা তোমায় বল্‌ব এখন।

বালি। যাও—তোমার সকল কথাতেই ঠাট্টা।

কিশোর। তোমার এমন মিথ্যা আশঙ্কা দেখেও যদি লোকে ঠাট্টা না ক'র্‌বে, তবে আর ক'র্‌বে কখন্? এখন ঘরে যাও ত চাঁদ।

[বালির প্রস্থান।

(রমাপতির প্রতি) কালির খোলাটা কই রে? চুণ আর সিঁদূরেরটা ত আমার কাছে রয়েছে।

রমা। এই যে আমার কাছে। আগে তুড়ুমে ফেল্। (তুড়ুমে ফেলিল)

কিশোর। এইবার তুই এই কেষ্টঠাকুরটির রঙ মাখা। আমি বড় কারিগর, চক্ষুদান টক্ষুদান দেব এখন। (রমাপতি শ্যামসিংহের মুখে কালি মাখাইল)

রমা। এই নে, কালি মাখান হ'ল।

কিশোর। হ'ল? তবে এইবার একবার আমাকে ছেড়ে দে। (চূণ দিয়া এক পার্শ্বের গোঁফ আঁকিয়া) বাহবা বাহবা! সকাল বেলা সকলে যখন এ চেহারা দেখ্‌বে, তখন চিত্রকরদের ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না। (চূণ ও সিঁদুরে সমস্ত বদন রঞ্জিত করিয়া ক্ষণেক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভেঙ্গাইয়া) আহাঃ—হাঃ—(সুরে) সখি! মদন-মোহনরূপ কৈ এল?

রমা। চুপ। চ'লে আয়। কেউ এসে পড়্‌তে পারে।

কিশোর। আহা—দাঁড়া ভাই। চাঁদমুখখানি আর একবার দেখি. (সুরে) সখি! মদনমোহন রূপ—

রমা। চুপ।

[কিশোরের মুখ চাপিয়া ধরণ ও উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ শিবমন্দির।

লক্ষ্মী পূজায় রত।

লক্ষ্মী। (স্তব)

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশ-গণাভরণম্।
রণ নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্য-পুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

এঁ্যা, ক্ষেমী আমায় বলে কি না কেপ্পণ—কুঁদুলী! মরুক,—মরুক—মরুক। তার ভাতার-পুতের মাথা খাক।

(কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত রমাপতি ও কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। ওরে, বুড়ী এই বেলা চোক্ বুজে ধ্যান কর্‌ছে, এই বেলা শিবলিঙ্গের পেছুনে লুকিয়ে পড়্। ওরে, ধ্যান কর্‌ছে না চোক বুজে কার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছে।

রমা। লুকোনো হ'লেই তুই তোর কাজ আরম্ভ করিস্।

(লুক্কায়িত হওন ও কিশোরের অন্তরালে অবস্থান)

লক্ষ্মী। (স্তব)

মুনিমানস-রঞ্জন-পাদযুগম্।
কলি-কল্মষ-ত্রাস-বিনাশকরম্॥
ভবমোচন ভক্তজনাশ্রয় হে।
প্রণমামি দয়াময় দীনগতে॥

কিশোর। (দৈববাণী) সাধ্বি : তোমার পূজায় আশুতোষ সন্তোষ-লাভ করেছেন। এ শোকতাপময় ধরাধামে তোমার আর অধিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। আজ দেবাদিদেব মহাদেব তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য স্বয়ং ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। শিবলিঙ্গ ভেদ ক'রে ঐ দেখ তিনি আবির্ভূত হ'লেন।

(রমাপতির মহাদেবরূপে আবির্ভাব)

লক্ষ্মী। দয়াময়! দয়াময়! দীনের প্রতি এত কৃপা! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

(নন্দীবেশী কিশোরের প্রবেশ)

রমা। সাধ্বি! তোমার সশরীরে স্বর্গারোহণের জন্য স্বর্গ হ'তে রথ আনয়ন করেছি। নন্দীর সঙ্গে যাও; সে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু দেখ', পথে যেন চক্ষুরুন্মীলন কর'না। তা হ'লেই স্বর্গচ্যুত হবে।

(অন্তর্দ্ধান)

লক্ষ্মী। ইষ্টদেব! তোমার কৃপায় আজ আমার জন্ম সফল হ'লো।

(প্রণাম)

কিশোর। এস মা, সঙ্গে এস। রথ প্রস্তুত।

লক্ষ্মী। চল বাবা! বাপ নন্দী, টাকাকড়িগুলো সব সঙ্গে নেওয়া হয় না?—আমার ছেলের হাতে টাকা পড়লে সে সব উড়িয়ে দেবে।

কিশোর। না মা, তা হয় না। টাকাকড়ি সঙ্গে যায় না। চাবিটাবী সব খুলে আমায় দাও—আমি তোমার ছেলের বিছানায় ফেলে দিয়ে আসি। (চাবীগ্রহণ)

লক্ষ্মী। বাবা, ক্ষেমীর বড় দেমাক্—আমায় বল্লে কেপ্পণ—কুঁদুলী; সে যাতে ভাতার-পুতের মাথা খায়, এটা ক'রে দিও।

কিশোর। আচ্ছা, এর ব্যবস্থাটা ক'রে দেব। চল।

সপ্তম দৃশ্য।

বন।

(কাঠুরিয়া বালকগণের গীত)

আনি মানি জানি না।
আমরা হাসি খেলি, মনের সুখে, দুঃখ কেমন জানি না॥
আমরা কাঠ কাটি, কোপাই মাটী, রোদ বৃষ্টি মানি না।
আমরা গাছে চড়ি, মারি পাড়ি, ভরা তুফানে,
আমরা বাঘ মারি, হরিণ ধরি, ডরাই না মনে,
আমরা হেসে খেলে দিন যে কাটাই কারো কথা শুনি না॥

অষ্টম দৃশ্য।

রাজপথ।

এক পার্শ্বে তুড়ুম। তুড়ুমে লম্বমান শ্যামসিংহ।

(কাঠের গাড়ীতে চক্ষু মুদিয়া উপবিষ্টা লক্ষ্মীকে মাঝে মাঝে চাট্ মারিয়া টানিতে টানিতে কিশোরের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। হাঁ বাবা! স্বর্গ আর কত দূর?

কিশোর। স্বর্গ কি আর একটু রাস্তা মা, যে রথে চড়্‌বে আর পৌছুবে?

লক্ষ্মী। স্বর্গের পথ এত থারাপ কেন বাবা? গায়ে গাছের ডাল লাগ্‌ছিলো, আবার এমনি ঝাঁকানি, যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে।

কিশোর। কষ্টভোগ ভিন্ন কি স্বর্গভোগ হয় মা? তা যদি হ'ত, তবে সবাই যে স্বর্গে যেত। ঐ গাছের ডালটাল ঝাঁকানি-টাকানি—ওগুলো সব পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ ব'লে, স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত পৌছুতে পেরেছ। এইবার আরও গুরুতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। দেবতারা নানা ছলে তোমাকে চোক চাওয়াবার চেষ্টা কর্‌বে। কিন্তু সেই ছলনায় ভুলে চোক চেয়েছ, কি ধপাস ক'রে নরকে পড়েছ,—এটা বিশেষ মনে রেখ।

লক্ষ্মী। বটে? কিন্তু বাবা, ক্রমাগত চোক বুজে থেকে প্রাণ যে বেরুবে বেরুবে কর্‌ছে। অনুমতি কর বাবা, একটিবার চোক দুটো চেয়ে নিই।

কিশোর। এ্যা-হ্যা-হ্যা—তা হ'লে স্বর্গে যাওয়া এইখান থেকেই খতম; তার উপর ধপাস্ ক'রে নরকে পতন। খবরদার, খবরদার, চোক কিছুতেই চেও না, মুক্তির দ্বারে এসে ফিরে যেও না।

লক্ষ্মী। বেশ বাবা। কিন্তু বাবা, দেবতার বাহনটি যে মাঝে মাঝে চাঁট ছুড়্‌ছে।

কিশোর। হাঁ—হাঁ—হাঁ, চাট্ বল্‌তে নেই, চাট্ বল্‌তে নেই। পদধূলি নাও—পদধূলি নাও।

(রমাপতির সাধারণবেশে প্রবেশ)

রমা। বৎস নন্দী! সাধ্বীকে ব'লে দাও, আমি যতক্ষণ না এই স্বর্গদ্বারে এসে সাধ্বীকে চক্ষুরুন্মীলন করতে বলব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন আর কোন দেবতার ছলনায় সাধ্বী চক্ষুরুন্মীলন না করেন।

লক্ষ্মী। ও কি বাবা?

কিশোর। দৈববাণী। শুন্‌লে ত? চোক যেন চে'ও না।

লক্ষ্মী। না বাবা, আর কি চাই?

কিশোর। হাঁ, খবরদার। এইখানে চুপ ক'রে চোক বুজে ব'সে থাক। দেবতারা এসে নানা মায়া সৃজন কর্‌বে। কেউ বা তোমার ছেলের স্বরে, কেউ বা কোন আত্মীয় বা ভৃত্যের স্বরে বিলাপ কর্‌বে বা আনন্দ কর্‌বে। কিন্তু তাতে ভুলে চোক চেও না। সেই পরীক্ষাটায় যেমন উত্তীর্ণ হবে, অমনি দেবাদিদেব মহাদেব এসে হাত ধ'রে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। আমি তোমাকে কেবল স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দিয়ে গেলুম। খবরদার, এই বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে গেলুম, চোক যেন চেও না।

লক্ষ্মী। না বাবা, আর বলতে হবে না। আমি এই কিটমিটি ক'রে চোক বুজে রইলুম। ক্ষেমী, এইবার তোর দেমাক ভাঙ্‌চি।

(রমাপতি ও কিশোরের অন্তরালে গমন)

শ্যাম। ওঃ—প্রাণ যায়; রক্ষা কর, প্রাণ যায়। মায়া-স্বর্গে উঠ্‌ছিলুম, এখন চোক চেয়ে দেখি, প্রকৃত নরকে ডুব্‌ছি।

লক্ষ্মী। (স্বগত) তবে ত কোন মতেই চোক খোলা হবে না। এও

আমার মত স্বর্গে উঠ্‌ছিলো, চোক চাওয়াতে নরকে পড়েছে। প্রাণান্তেও চোক চাওয়া হবে না। ক্ষেমী, এইবার তুই গেলি।

(কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম-নাগ। ওহে, ফরসা হ'য়ে গেছে, একটু হেঁটে চল, নইলে পৌঁছুতে সূর্য্যি মাথায় উঠ্‌বে।

২য়-নাগ। আরে—আরে, এক শালা চোর তুড়ুমে আট্‌কানো রয়েছে।

১ম-নাগ। তাই ত হে। মার শালাকে। (সকলে মিলিয়া প্রহার)।

শ্যাম। বাপ্‌—বাপ্‌, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমি সহর-কোটাল।

১ম-নাগ। এখন সব শালাই কোটাল সাজে। ওহে, কোটাল মশায়ের মুখের ভঙ্গীখানা একবার দেখ। (হাস্য) মরি মরি, হ্যাঁ শালা, চুরি কর্‌বে? (প্রহার)

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কি হয়েছে মশায়?

১ম-নাগ। এক শালা চোর তুড়ুমে আটকানো রয়েছে।

প্রহরী। তবে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড় করা যাক্‌। (ঘণ্টাধ্বনি)

২য়-নাগ। রাজা মন্ত্রীও জড় হবেন ত?

প্রহরী। হবেন বৈকি। আজকের এ চোর দেখ্‌তে রাজা স্বয়ং এখানে আস্‌বেন।

২য়-নাগ। ওহে তবে দাঁড়াও, বিচারটা শুনে যাওয়া যাক্‌।

(রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য নাগরিকগণের সহিত নাগরিকবেশে রমাপতি ও কিশোরের প্রবেশ)

রণ। প্রহরি! চোরকে বন্ধনমুক্ত কর। (তথাকরণ)

ভরত। কৈ হে চোর! এইবার তোমার প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা পারি-
তোষিক দাও।

শ্যাম। (এতক্ষণ অধোমুখে ছিলেন, মুখ তুলিয়া) আজ্ঞে আমি—

(রমাপতি ও কিশোরের শ্যামসিংহের মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ
করিয়া হাস্য—তদ্দর্শনে সকলের হাস্য)

রণ। এ কি চমৎকার চিত্রিত বদন!

কিশোর। লোকে যাতে চিন্‌তে না পারে, বোধ হয়, তারই একটা
কৌশল।

রণ। কোড়া লাগাও। (প্রহরিগণ কর্ত্তৃক কোড়া প্রহার)

শ্যাম। ও বাবা! মহারাজ, আমি সহর-কোটাল শ্যামসিং।

কিশোর। তার চেয়ে বল না কেন, যে খোদ মহারাজ।

রণ। সহর-কোটাল শ্যামসিং? এখনও চালাকি? কোড়া লাগাও।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক কোড়া প্রহার)

শ্যাম। ওঃ! মহারাজ! সত্য সত্যই আমি শ্যামসিং। পাহারা দিতে
দিতে তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে এক ব্যক্তির নিকট একটু জল চাই। সেই
জল পান কর্‌বামাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তার পর কি হ'ল, কিছুই
জানি না। যখন জ্ঞান ফির্‌ল, তখন দেখি, আমি ড়ুড়ুমে আট্‌কানো।

কিশোর। সেটা কি রঙের জল ছিল কোটাল মশায়, যে খেতে না
খেতেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন? (শ্যামসিংহ কিশোরের
প্রতি ক্রোধ-কটাক্ষ করিল)

রণ। সে কি! সত্যই ত শ্যামসিং। আচ্ছা, তোমার মুখ অমন নানা
বর্ণে চিত্রিত কেন?

শ্যাম। (মুখে হাত দিয়া) কৈ?

রণ। চোকের তারা নীচু ক'রলে কতকটা দেখ্তে পাবে। (শ্যামসিংহের তথাকরণ ও সকলের হাস্য)।

এ কে ক'র্লে জান ?

শ্যাম। কিছুই তো বল্তে পারলুম না মহারাজ।

রণ। মন্ত্রি, এ নিশ্চয়ই সেই চোরের কাজ।

রমা। তা হ'লে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই মহারাজ।

শ্যাম। আমি মুখ পরিষ্কার ক'রে আসি।

কিশোর। আহা, সে ভদ্রলোক এত কষ্ট ক'রে এঁকেছে ; আর আপনি শেষে ধুয়ে ফেল্‌বেন ?

[কিশোরের প্রতি ক্রোধ-কটাক্ষ করিয়া শ্যামসিংহের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাপ্‌, নন্দী, স্বর্গে এত গোলমাল হচ্ছে কেন ? এই কি দেবমায়া ?

ভরত। আরে, এ কি ? এ দিকে এতক্ষণ কারো নজর পড়েনি ?

রমা। সবাই ঐ চিত্রিত মুখ দেখ্তেই ব্যস্ত ছিল, এ দিকে আর কে চেয়েছে বলুন ?

ভরত। এই বুড়ী! তোকে এমন অপূর্ব্ব রথে চড়িয়ে কে রেখে গেল ?

লক্ষ্মী। নন্দী গো দেবতা।

ভরত। নন্দী! নন্দী কে ?

লক্ষ্মী। ও মা, নন্দী কে, জান না ? তোমাদেরই মহাদেবের চেলা।

কিশোর। বুড়ী পাগল নাকি ?

ভরত। এই, তুই চোক বুজে ব'সে কেন ?

লক্ষ্মী। চোক চাইতে মানা দেবতা, চোক চাইতে মানা। চোক চাইলেই স্বর্গ থেকে প'ড়ে যাব।

রমা। আরে, এ তো মন্দ তামাসা নয়।

লক্ষ্মী। আমি বুড়ো মানুষ, কেন দেবতা আমায় নিয়ে তামাসা কর্‌ছ। তোমরা দেবতা—অন্তর্য্যামী, সবই ত জান্‌ছ ঠাকুর। দয়া ক'রে মহাদেবকে ডেকে দাও। (স্বগত) তার পর ক্ষেমীকে একবার দেখে নিচ্ছি।

(শ্যামসিংহের ভৃত্য হারুর প্রবেশ)

হারু। কোটাল মশায় কোথায়, মন্ত্রী মশায়?

ভরত। ও ধারে মুখ পরিষ্কার কর্‌ছেন। তুমি এত ব্যস্ত যে?

হারু। আজ্ঞে, সকাল থেকে তাঁর মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তা ছাড়া বাড়ীর সিন্দুক প্যাঁটরা সব খোলা প'ড়ে রয়েছে।

রণ। কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, এ বৃদ্ধা ত কোটালের মা নয়?

হারু। ধর্ম্মাবতার! ইনিই ত। গিন্নী মা, গিন্নী মা!

লক্ষ্মী। কে?—বাপ নন্দী? দেবতা কতদূর বাপ্‌? আর কতক্ষণ চোক্‌ বুজে ব'সে থাক্‌ব?

হারু। নন্দী আবার কে? মা! আমি যে আপনার চাকর।

লক্ষ্মী। কেন দেবতা, চাকর সেজে ছলনা কর্‌ছ?

হারু। ছলনা কি গিন্নী মা! আমি যে আপনার চাকর হারু।

লক্ষ্মী। তোমার পায়ে পড়ি দেবতা, ছলনা ছেড়ে, মহাদেবকে ডেকে দাও।

হারু। ও কি গিন্নী মা! পায়ে পড়া কি? দিন্‌—দিন্‌—আমায় পায়ের ধূলো দিন্‌।

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ! তুমি আমায় পায়ের ধূলো দাও দেবতা।

হারু। করেন কি, করেন কি, গিন্নী মা! পায়ের ধূলো দিন্‌।

লক্ষ্মী। আর আমার অপরাধ বাড়িও না দেবতা। তোমার পায়ের ধূলো দাও। (স্বগত) ওঃ—এই সমস্ত দেবমায়া।

হারু। আপনি কি শেষে পাগল হয়ে গেলেন? চোক চেয়ে দেখুন, এ আপনার স্বর্গ নয়। এই দেখুন,—মহারাজ, মন্ত্রী মশায়, সকলেই সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

লক্ষ্মী। কে, দেবরাজ ইন্দ্র? প্রণাম হই দেবতা।

রণ। কোটাল-মাতা, নবাগত চোরদের কথা তুমি অবশ্য শুনেছ; তুমি সেই চোরের দ্বারা প্রতারিত হয়েছ। চোর তোমার ছেলেকে তুড়্‌মে ফেলে হনূমান্ সাজিয়েছে, আর তোমাকে ছল ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাবার নাম ক'রে, এক অপূর্ব্ব রথে চড়িয়ে রাজপথে এনে হাজির করেছে। ভদ্র-মহিলা তুমি, কেন আর সর্ব্ব-সমক্ষে হাস্যাস্পদ হচ্ছ?

লক্ষ্মী। (চাহিয়া) ও মা, তাই না কি? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! হারু, পাল্কী ডাক্—পাল্কী ডাক্।

[হারুর সহিত প্রস্থান।

রণ। মন্ত্রি! এ চোর ভয়ানক চোরই বটে। যেমন ক'রে হোক, এ চোর ধর্‌তেই হ'বে। মন্ত্রি, আজ রাত্রে তুমি নিজে পাহারা দাও। আর সহরে ঘোষণা ক'রে দাও—সকলেই যেন বিশেষ সতর্ক থাকে।

ভরত। যথা আজ্ঞা। (স্বগত) যদি ধর্‌তে পারি, তবে চোরেদের লক্ষ মুদ্রা ত পাবই; রাজাও কোন্ আর লক্ষ মুদ্রা না দেবেন। তা'হলেই একটা খুব বড় জমিদারী কেনা হ'বে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সারদার বাটীর প্রাঙ্গণ।

চুণি ও বালি।

বালির গীত।

ধরতে গিয়ে দিয়েছি ধরা, এখন ভেবে হই সারা॥
মনে সদা জাগে ভয়, বুঝি কেউ চুরি করে লয়,
মনে জানি তবু আমি সে তো আমার নয়,
জেনে শুনে হলেম সখি, সেধে আমি জ্যান্তে মরা॥

চুণি। তোর এ কি সন্দিগ্ধ মন ভাই, সই? "কেউ বুঝি বা চুরি ক'রে লয়" এর 'কেউ' ত আমি। একশবার বল্লুম যে, তোর ধন আমি কেড়ে নেব না—সে আমার ভাই,—তবু তোর বিশ্বাস হ'ল না। এত সন্দিগ্ধ মন তো ভাল নয় সই!

বালি। না ভাই, তোকে আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু তবু—তবু—যেন কেমন এক রকম আপনা-আপনি মনে হয়।

(রমাপতি, কিশোর ও সারদার প্রবেশ)

রমা। তার পর মাসি, তোমার বোকা রাজার ত ঐ এক মেয়ে। তার ধনুক-ভাঙ্গা পণ যে, "বাহাদুর" ভিন্ন বিবাহ করবে না। এখন মন্ত্রীর বাড়ীর খবরটা বল। তোমার পুরস্কারের জন্য তুমি ভেব না। যে লক্ষ মুদ্রা আমি চোরকে ধরতে পারলে দেব বলেছি, তা আমি তোমাদেরই দিয়ে যাব। ব'স মাসি, এইখানেই ব'স। (সকলের উপবেশন)

সারদা। তুমি রাজার ছেলে বাবা, তোমার কাছে কি টাকার ভাবনা করি? তুমি দেব বল্লেই দেওয়া হ'ল। লাখ টাকা কি আর তোমার গায়ে লাগে! তোমার হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত।

কিশোর। আর বগল ঝাড়লেই—

রমা। হতভাগা, শেষ আমার সঙ্গে লাগ্‌লি বুঝি? হ্যাগা, এই উল্লুক-টাকে তোমরা কেউ জব্দ করতে পারলে না? সময় নেই, অসময় নেই, যেখানে সেখানে গান গেয়ে ওঠে; যা-তা বলে। পাগল হয়ে গেল না কি?

কিশোর। (বালির চিবুক ধরিয়া সুরে)

তোমার তরেতে হইনু পাগল,
জাগল তবু সে মুখ—

বালি। যাও। (মুখ ফিরাইয়া লইল)

রমা। ও বাবা! "হিসিস্ গরজে ফণী"!

রমা। মাসি! তুমি একে জব্দ করতে পার?

সারদা। পারি বৈ কি।

কিশোর। (বিদ্রূপ স্বরে) কেমন ক'রে পারবে মাসি?

রমা। আঃ—কিশোর—

কিশোর। এই চুপ কর্‌লুম। মাফ কর।

রমা। মাসি! তুমি বল। ও হতভাগার কথায় কাণ দিও না। মন্ত্রীর বাড়ীর খবরটা বল।

সারদা। মন্ত্রী কৃপণ; অর্থ-পিশাচ হলেও অসৎ নয়। মন্ত্রী মহাশয়ের স্ত্রী আছেন,—আর একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির বয়স বছর ১৪।১৫ হবে। আহা, মেয়েটি বড় সতী-লক্ষ্মী গো—বড় সতীলক্ষ্মী! আমারুণ গ্রামের এক বড় সওদাগরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর-দিনই শুনেছি, ভাতার ছোঁড়াটা কোথায় পালিয়ে যায়।

(কিশোর চমকাইল)

রমা। কি কিশোর, চমকালি যে?

কিশোর। ও কিছু নয়। তুমি ব'লে যাও মাসি।

সারদা। তার পর থেকে ভাতার ছোঁড়াটার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মেয়েটি এমনি সতীলক্ষ্মী যে, তেমন মুখপোড়া দস্যি ভাতারের খড়ম পূজো ক'রে তবে জলগ্রহণ করে; সকাল সন্ধ্যে খড়ম জোড়াটাকে মাথায় ঠেকায়। আহা, মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

চুণি। (স্বগত) আহা! সতীর গুণ-গান বেশ্যাতেও ক'রে থাকে। ধন্য তোমরা সতীকুল! (প্রণাম)

কিশোর। মাসি! আমার কথাগুলো ধ'র না। আমি মাপ চাচ্ছি।

সারদা। সে কি বাবা! সে কি বাবা! তোমার কথা ধর্‌ব কি। আহা, কিশোর বাবু আমাদের বড় ভাল ছেলে। জল-টল খেয়েছ বাবা—জল-টল খেয়েছ?

কিশোর। কৈ, কে দিলে? (বালি উঠিল)

সারদা। সে কি বাবা! এই যে বালি মা আমার খাবার আন্‌তে উঠেছে। আহা, বালি মা আমার কিশোর বাবুকে বড্ড ভালবাসে:

বালি। (লজ্জায় বসিয়া) যাঃ—আমি উঠে কাপড় পর্‌লুম; জল-খাবার আন্‌তে যাব কেন?

সারদা। আহা! মায়ের আমার বড় লজ্জা। আমি ও দেখিছি,—ভাল-বাস্‌লে আপনি লজ্জা এসে পড়ে।

বালি। দূর। (সারদার মাথায় ঠেলা দিয়া পলাইল)

সারদা। এঁ্যা—ছুড়ি, আমাকে মেরে গেল গা! যা তো মা চুণি, কিশোর বাবুকে খাবার এনে দে তো।

চুণি। দিই। (উত্থান)

কিশোর। আর আন্‌তে হবে না দিদি, তুমি ঠিক ক'রে রাখ গে. আমি গিয়ে খাচ্ছি।

চুণি। (রমাপতির প্রতি) তুমি খেয়েছ?

রমা। না। এই এক সঙ্গেই খাব এখন।

সারদা। (হঠাৎ চুণির চুল খোলা দেখিয়া) হ্যাঁ লো, চুল বাঁধিস্ নি কেন?

চুণি। বাঁধি নি। [প্রস্থান।

সারদা। ছুঁড়ী কি সন্ন্যাসিনী ফন্নাসিনী হবে নাকি? যাই, চুলটা বেঁধে দিই গে। [প্রস্থান।

কিশোর। রমা! চুণি যথার্থ দেবী হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। তুইও দেবতা। আমি এত দিন তোকে ঠিক বুঝ্‌তে পারি নাই; পরীক্ষায় না পড়্‌লে মানুষের স্বরূপ ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায় না।

রমা। এ আমার দেবত্ব নয় ভাই—মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমরা বড়ই

অন্যায় কর্‌ছি। বালি তোর প্রতি দিন দিন যেরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়্‌ছে, তাতে শীঘ্র কোন প্রতিবিধান না কর্‌লে তোদের বিচ্ছেদ-সময়ে বালিকা উন্মাদিনী হ'য়ে যেতে পারে।

কিশোর। কি প্রতীকার কর্‌ব বল? এক দিন সব খুলে বল্‌ব?

রমা। নিষ্ঠুর হ'ক, তবু এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে খুলে বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। প্রকাশ ক'রে বলার পরও তুই এখানে থাক্‌লে, ও মন স্থির কর্‌বার সময় পাবে - অন্ততঃ চেষ্টাও কর্‌বে। কিন্তু না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ একদিন চ'লে গেলে—অবোধ বালিকা নিশ্চয়ই উন্মাদিনী হবে।

কিশোর। আচ্ছা, আজই খুলে বলব। বাড়ীওয়ালী একটা গ্রামের নাম ক'রেছিল—শুনেছিলি?

রমা। হ্যাঁ—তোদের গ্রাম—আমারুণের নাম করেছিল।

কিশোর। রমা! সেই "মুখপোড়া দস্যি ভাতার" আমি।

রমা। বলিস্ কি! ওহো, তাই বুঝি তখন চমকালি? তোরই শ্বশুর এখানে মন্ত্রী হ'য়েছেন? তা হ'লে আজ আর মন্ত্রীর বাড়ীতে চুরি ক'রে কাজ নাই।

কিশোর। চুরি বন্ধ কর্‌বে কেন? হ'লেনই বা শ্বশুর। তাঁর ধন যখন আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন আর চুরির বাধা কি? আর যখন সমাজের হাল-আইনে শ্বশুরের ধন ডাকাতি ক'রে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তখন চুরি ত বাপের ঠাকুর।

রমা। এখন কি মত্‌লব ঠাওরিছিস্ বল্ দেখি?

কিশোর। মত্‌লব ত পড়েই আছে। জামাই—একেবারে জামাই সেজে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী হাজির হবে। আমাকে ত তারা চেনে না - সেই বিয়ের রাত্রে প্রথম ও শেষ দেখা।

রমা। কিন্তু লোকে যদি সতী-লক্ষ্মীর নামে কলঙ্ক রটায়?

কিশোর। কলঙ্ক-ভঞ্জন ত আমারই হাতে। সে জন্য ভাবিস্‌নি।

রমা। আচ্ছা, আমি একটা কথা ভাবি—তোর প্রাণে এত দুঃখ, তুই দিন-রাত অমন সরলভাবে হাসিস্ কি ক'রে?

কিশোর। কি জানিস্ ভাই, হাসি পেলেই প্রাণ খুলে হাসি, কান্না পেলেই প্রাণ খুলে কাঁদি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

রণরাও, শ্যামসিংহ, অমাত্যগণ, নাগরিকগণ ও নাগরিকবেশী রমাপতি।

রণ। মন্ত্রীকে সভায় উপস্থিত দেখ্‌ছি না কেন?

রমা। কাল সারারাত্রি জাগরণ ক'রেছেন; বোধ হয়, সেই জন্য এখনও আস্‌তে পারেন নাই।

রণ। কাল রাত্রে কোথাও চুরি হয়েছে কিনা, কেউ জানো?

সকলে। আজ্ঞে না।

রণ। তবে কাল রাত্রে মন্ত্রীর পাহারায় আর চোরের চাতুরী খাটে নাই।

শ্যাম। ধর্ম্মাবতার! সেটা ঠিক বলা যায় না। কারণ, তারা বড় বিষম চোর।

রমা। সেটা কোটাল মশায় যেমন বল্‌তে পার্‌বেন, তেমন আর কেউ পার্‌বে না। (শ্যামসিংহের ক্রোধকটাক্ষ)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ, একজন ভদ্রলোক এই পত্রখানি দিলেন, আর বল্লেন যে, এতে চোর ধর্‌বার উপায় লিখিত আছে। আমি তাকেই চোর ব'লে যেমন ধর্‌তে গেছি, অমনি দেখি, সে আর সেখানে নাই। (পত্র প্রদান)

রণ। (পত্র-পাঠান্তে) সর্ব্বনাশ! শীঘ্র মন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এস।

সকলে। সংবাদ কি মহারাজ?

রণ। চোরে মন্ত্রীকেও ঠকিয়েছে।

সকলে। তাই ত! আশ্চর্য্য চোর—আশ্চর্য্য চোর!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

রণ। এই যে মন্ত্রী। মন্ত্রি! এই পত্রে লেখা আছে যে, কাল রাত্রে তোমার বাড়ীতেও চুরী হ'য়ে গেছে; এ কি সত্য?

ভরত। সত্য মহারাজ।

রণ। নাকি জামাই সেজে—

ভরত। ও কথা আর তুল্‌বেন না, ধন, মর্য্যাদা সব গেছে।

রণ। মর্য্যাদাও কি গেছে? আমি জামাই সেজে যাওয়ার জন্য মর্য্যাদা-হানি সম্ভব ভেবেছিলুম।

ভরত। জামাই পরিচয়টাও যখন দিয়েছে, তখন আর মর্য্যাদা যেতে বাকী কি?

রণ। বড় সর্ব্বনেশে চোর দেখ্‌ছি। তার উপর আবার ধৃষ্টতা দেখ দেখি! এই পত্রে লিখেছে যে, আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব পেলে তারা অনুগ্রহ ক'রে ধরা দিতে পারে। এর প্রতিফল দিতেই হবে। আজ ঘোষণা ক'রে দাও যে, আজ থেকে রাত্রে কেউ বাড়ীর বা'র হ'তে পাবে না। যে বেরুবে, সেই চোর ব'লে প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে ভুড়্‌মে

আট্‌কানো থাক্‌বে। আর আজ রাত্রে আমি নিজে পাহারা দেব সভাভঙ্গ হ'ক।

রমা। (স্বগত) ওঃ! এইবার তা হ'লে মহারথীর পাহারা।

তৃতীয় দৃশ্য।

সারদার বাটী—কিশোরের কক্ষ।

কিশোর।

কিশোর। সবিতা! কাল রাত্রে কেবল ক্ষণেকের জন্য তোমায় দেখেছি। তুমি এত সুন্দর,—তোমার হৃদয় এত সুন্দর, আগে তা কে জান্‌তো! আগে যদি জান্‌বার একটুও চেষ্টা কর্‌তুম, তবে সেই সময়েই জ্ঞান ফিরে যেত; অসৎপথে গিয়ে জীবনটাকে তিক্ত ক'রে ফেল্‌তুম না. আমার অদৃষ্টে কলঙ্ক আছে, তাই তখন রূপ দেখিনি, গুণ বুঝিনি। ভগবান্, হৃদয়ে বল দাও, যেন সবিতার উপযুক্ত হ'তে পারি।

(কিশোরকে অন্বেষণ করিতে করিতে বালির প্রবেশ)

বালি। (কিশোরকে দেখিয়া) এই যে।

কিশোর। এসেছ!

বালি। তুমি একলাটি চুপ ক'রে ব'সে যে?

কিশোর। তবে দোক্‌লাটি কার সঙ্গে গোলমাল ক'রে বেড়াব?

বালি। কেন কিশোর, তুমি আমার কথায় অমন ভাবে উত্তর দাও? আমি কি কোন দোষ করেছি?

কিশোর। তুমি কোন দোষ কর নাই বালি, কিন্তু তোমার সঙ্গ দূষণীয়।

বালি। তা কি আমিই জানি না কিশোর? কিন্তু কি কর্‌ব বল? এখন ত আর শত চেষ্টাতেও আমার সতীত্ব ফিরে পাব না।

কিশোর। বালি! আমার একটি কথা শুন্‌বে?

বালি। তোমার কোন্ কথা না শুনি?

কিশোর। তবে শোন। দেখ, আমি বুঝেছি যে, তুমি আমায় ভালবেসে ফেলেছ; আমিও আমাদের স্বার্থসাধনের জন্য প্রথমটা তোমায় বাধা দিই নাই। আজ এর পরিণাম ভাব্‌তে গিয়ে আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি—পেরে উপায়হীন হয়েছি। তাই আমার নিষ্ঠুর ছলনা প্রকাশ করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দেখ, আমরা বিদেশী পাখী; কবে উড়ে যাব, তার ঠিক নেই। আমায় ভালবেসে কেবল কষ্ট পাবে মাত্র—প্রতিদান পাবে না। তাই বল্‌ছিলুম, এখন থেকে মনটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? এই দেখ, চূর্ণ—

বালি। যাও। তুমি বুঝি এই বল্‌তে আমায় ডাক্‌লে?

[প্রস্থানোদ্যত।

কিশোর। (ধরিয়া) যেও না, শোন। এটা তুমি তামাসা মনে ক'র না, আমি প্রকৃত কথাই বল্‌ছি। এখন থেকে মনস্থির কর্‌বার চেষ্টা কর, আমার আশা ত্যাগ কর।

বালি। (নাসা কুঞ্চিত করিয়া) কে তোমাকে ভালবাসে? কে তোমার আশা করে? আমি অমন কারো আশা করি না। আমি অমন ভালবাসা আঁচলে ক'রে ছড়িয়ে বেড়াই না।

[প্রস্থান।

কিশোর। অবোধ বালিকা! বোঝালেও বুঝলিনি? আর তোরই

বা দোষ কি! আমার নিজের কি? আজ আমি উপদেষ্টার পদে আসীন হ'য়ে আমাকে ভুল্‌তে তাকে উপদেশ দিতে চলেছি; কিন্তু নিজে তাকে কৈ ভুল্‌তে পার্‌ছি! জীবনে আমার এ কি দুর্মোচ্য গ্রন্থি প'ড়ে গেল! এখন আমি কা'কে হাসাই—কাকে কাঁদাই? সবিতা?—না বালি? শক্ত সমস্যা বটে। (চিন্তামগ্ন)

(রমাপতির প্রবেশ)

রমা। ওরে! মন্ত্রী মশায় ত মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ভাই, তোর আংটী সাম্‌লে রাখিস্, নইলে কলঙ্কভঞ্জন কর্‌তে কষ্ট পেতে হবে।

কিশোর। (অন্যমনস্কভাবে) তাই ত।

রমা। তাই ত কি রে? আংটী হারিয়েছিস্ নাকি?

কিশোর। কি? আংটী? এই যে।

রমা। তাই ভাল। তবে আবার তাই ত ক'রে উঠ্‌লি কেন? সভার খবর শোন্—আজ রাজা স্বয়ং পাহারা দেবেন; আর ঘোষণা দেওয়া হবে যে, আজ থেকে রাত্রে কেউ বাড়ীর বা'র হ'তে পাবে না। যে বেরুবে, সেই চোর সাব্যস্ত হয়ে তুড়্‌মে আট্‌কানো থাক্‌বে।

কিশোর। (অন্যমনস্কে) শক্ত সমস্যা বটে।

রমা। শক্ত আর কচু। রাজাকে একটা চিঠি লিখে দে—আজ রাত্রে আপনার শয়ন-গৃহ থেকে আপনার সুবর্ণ-ভৃঙ্গার চুরি যাবে। লিখে চট্ ক'রে দিয়ে আয়। আমি সন্ন্যাসী সেজে পুকুর-ধারে ব'সে থাক্‌ব। তুই সেই প্রহরীর পোষাকটা প'রে রাজাকে আমার কাছে ভুলিয়ে পাঠিয়ে দিস্।

কিশোর। দেব।

রমা। হ্যাঁরে! তোকে এমন অন্যমনস্ক বোধ হচ্ছে কেন?

কিশোর। রমা! দু' নৌকোয় যখন পা, তখন কোন' নোকোই না ডুলিয়ে এক নৌকোয় কি ক'রে আসা যায়, বল্‌তে পারিস্‌?

রমা। ও, তাই এত অন্যমনস্ক? কিন্তু তা ত হয় না। একটা ত দুল্‌বেই;

কিশোর। নিতান্তই যদি তাই হয়, তবে কোন্‌টাকে দোলাই, কোন্‌টাকে স্থির রাখি?

রমা। যেটিতে ধর্ম্ম, সেইটি স্থির রাখ।

কিশোর। ধর্ম্ম! কোন্‌টা ধর্ম্ম আজ আমায় কে বুঝিয়ে দেবে? ভালবাসার সকলি ধর্ম্ম। হ'ক সে বেশ্যা, হ'ক সে ক্রীড়ার বস্তু; কিন্তু যখন সে তার সমস্ত হৃদয়খানিকে একত্র ক'রে তাকে ভালবাসায় পরিণত করেছে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করাটাই যে অধর্ম্ম নয়, এ কথা কে নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারে?

রমা। সমস্ত বোঝাবার এখন সময় নাই। তবে মোহ দূর ক'র্‌লেই বুঝ্‌বে, ধর্ম্মপত্নীর আসন সকলের উপরে। উপস্থিত বন্ধুর অনুরোধে বালিকে ছেড়ে সবিতাকে গ্রহণ কর। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

নাগরিকাগণের গীত।

রূপসীরে রূপহীনে হায় যেন ভজে না।
রূপহীনের রূপের তৃষা ছি-ছি সাজে না॥
আছে যার রূপ-পশরা, ধরাকে সে দেখে সরা,
মাটীতে পা পড়ে না, দেমাকে ভরা;
সে প্রাণের মান রাখে না, প্রেমের কথা গায় মাখে না,
এ কথা জানে কে না, মন বোঝে না॥

পঞ্চম দৃশ্য।

সহর-প্রান্তস্থিত বাপী-তট।

ধূনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাসিরূপী রমাপতি উপবিষ্ট।

রমা। ঐ যে রাজা আস্‌ছেন না? (ধ্যানস্থ হইল)

রণ। এক বেটা প্রহরী বল্লে যে, একটা লোক ছুটে এই দিক পানে পালিয়ে এল। তাই ত, বেটা উড়ে গেল নাকি! এ বেটা চোর ত বড়ই জালালে দেখ্‌তে পাই। জানিয়ে চুরি করে, তাদের এমন চুরির উদ্দেশ্য কি? আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চিঠি দিয়েছে, যে আমার শয়ন-কক্ষ থেকে সুবর্ণ-ভৃঙ্গার চুরি কর্‌বে। দেখি ভৃঙ্গার সে কেমন ক'রে চুরি করে। কড়া পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি। তার উপর আবার দণ্ডে দণ্ডে আমি নিজে তদারক ক'চ্ছি। রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ করেছি। এমন কড়া বন্দোবস্ত সত্বেও যদি সে চুরি ক'র্‌তে পারে, তবে সে অর্দ্ধরাজ্য পাবার উপযুক্তই বটে। তার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজা হ'লে রাজ্য সুশৃঙ্খলে চল্‌বে। ঐ সরোবর-তীরে একজন সাধু ধূনি জ্বালিয়ে ব'সে রয়েছেন, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি,—উনি এদিকে কাউকে আস্‌তে দেখেছেন কি না? (অগ্রসর হইয়া) প্রভু!

রমা। (নিরুত্তর)

রণ। (স্বগত) বুঝি ধ্যানে আছেন।

রমা। শিব শঙ্কর! হর হর ব্যোম ব্যোম!

রণ। প্রভু! প্রণাম।

রমা। (মুখপানে চাহিয়া) কোন্ হায় রে বেটা?

রণ। আমি আপনার দাস।

রমা। এৎনা রাত্‌মে হিঁয়া কাহে বেটা? হামারা পাশ্‌ কেয়া মাঙ্গতা?

রণ। এদিকে কোন লোক্‌কে আস্‌তে দেখেছেন?

রমা। হাঁ, আদ্‌মি তো একঠো আয়াথা; হামারা পাশ গাঁজা পিলেকর চলা গিয়া।

রণ। কোন্‌ দিকে গেছে বলতে পারেন?

রমা। ইধার। (পূর্ব্বদিক নির্দ্দেশ)

রণ। এখন আমি আসি প্রভু!

[প্রণাম ও প্রস্থান।

(প্রহরীবেশী কিশোরের উঁকি মারিতে মারিতে প্রবেশ)

কিশোর। রাজাকে কোন দিকে পাঠালি?

রমা। এই দিকে।

কিশোর। ব্যাটাকে আজ ছুটিয়ে ছুটিয়ে হাল্লাক কর।

রমা। তুই ত একদফা চোরের সন্ধান দিয়ে ছুট করিয়েছিস্‌, এইবার আমার পালা।

কিশোর। সুখী শরীর, আর বেশীক্ষণ ছুটতে হবে না।

রমা। তুই শিগ্‌গির যা। এখুনি রাজা ফিরবে। সিং দরজায় থাক্‌গে যা। সেখানকার প্রহরীটাকে কোন একটা ছল ক'রে বিদায় ক'রে, নিজে সেইখানে পাহারা দিগে যা।

কিশোর। আচ্ছা, সে সব ঠিক করে নেব এখন।

[প্রস্থান।

(রণরাওয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রণ। কৈ প্রভু, এ দিকে ত কাউকে দেখতে পেলুম না।

রমা। তোম যানেকো বাদ, ও ফিন্ হিঁয়া আয়াথা। ফিন্ গাঁজা পিলেকর ফিন্ চলা গিয়া।

রণ। কোন দিকে গেছে প্রভু?

রমা। ওধার। (পশ্চিমদিক নির্দ্দেশ) [রাজার দ্রুত প্রস্থান। এখনও হয়েছে কি? আরও কত কর্ম্মভোগ আছে তোমার কপালে! সবইতো দেখছি এক রকম মিটে সিটে যাবে। কিন্তু অভাগিনী বালির কি করা যায়?

(রণরাওয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রণ। কৈ প্রভু, উদিকেও ত দেখ্‌তে পেলুম না?

রমা। আরে ওত আবি হিঁয়াসে গিয়া। ভালা, তোম্ উস্‌কো ঢুঁড়তা হ্যায় কাহে?

রণ। ও একটা চোর।

রমা। চোর হ্যায়। তোম্ উস্‌কো পাক্‌ড়ানে মাঙ্গতা?

রণ। হাঁ প্রভু।

রমা। আচ্ছা, এক কাম করনেসে ত ও পাকড়ানা যাতা।

রণ। কি প্রভু, কি বলুন। এ চোর আমাদিগকে উদ্বাস্ত করে তুলেছে। কি উপায় বলুন?

রমা। তোম সাধু বন্‌কে হামারা আসনমে বৈঠনেসে ও আলবাৎ পাকড়ানা যাতা।

রণ। যুক্তি ভাল, কিন্তু এখানে দু'জন দেখলে সে আস্‌বে কেন?

রমা। কহো হাম কৈ তরফ চলা যাতা।

রণ। না প্রভু, আমার জন্য আমি সাধুকে কষ্ট দিতে পারবো না। আজ রাত্রে আমি ভিন্ন অন্য কেউ পথে বেরুলে, প্রহরিগণ তাকে চোর বলে তুড়ুম ঠুকে দেবে।

রমা। তব্ কেয়া করে ?

রণ। প্রভু, বলা উচিত হয় না ; তবে যদি ক্ষমা করেন ত বলি।

রমা। কেয়া বলো। ধরমকা ওয়াস্তে হাম্ জান্ দেনে শেকতা। চোট্টা পাকড়ানা ধরম্ হ্যায়।

রণ। আপনি যদি আমার পোষাকটা পরে একটু দূরে গিয়ে অবস্থান করেন—

রমা। কেয়া করে ? সাধু হোকে, ধরমকা ওয়াস্তে যব রাজা বন্‌নে হোয়, ত কেয়া করে ? ভালা, দেও।

রণ। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন প্রভু!

রমা। আরে স্থহি, স্থহি।

রণ। তবে আসুন, আমরা পরস্পরের পরিচ্ছদ গ্রহণ করি!

(উভয়ের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ।

নাগরিকাগণের গীত।

বলিহারি চোরকে ওলো যাই বলিহারি!
স্বপনে আসিয়ে সখি করেছে চুরি ॥
এ চোরের পাই না দেখা, সে ঘুমের মাঝে আসে একা,
এবে চোর বিনা নাহি রোচে পিপাসার বারি ॥

সপ্তম দৃশ্য।

কমলার শয়নকক্ষ।

কমলা ও সরলা।

সরলা। রাজকুমারী, তবে তুমি এখন ঘুমোও, আমি চল্লুম।

কমলা। বাবা কি ফিরে এসেছেন?

সরলা। না, তিনি চোর না ধরে:ত ফিরবেন না।

কমলা। এ চোর কি ধরা পড়বে? সখি, এত চোর নয়, এ যে বাহাদুর!

সরলা। কি সখি, মজলে নাকি? চোর না বাহাদুর—সে পরে বোঝা যাবে। রাত হয়েছে, তুমি এখন ঘুমোও।

[প্রস্থান।

কমলা। তাইত, চোরের কথা যতই ভাবছি, ততই তাকে দেখবার জন্য মনে কেমন একটা ব্যাকুলতা আসছে। আমি স্বনামধন্য পুরুষ ভিন্ন বিবাহ করবো না বলে পণ করেছি। ভগবান কি শেষে এই চোর মূর্ত্তিতে সে পুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন। জানি না, তাঁর মনে কি আছে। (পালঙ্কে শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ)

(সুবর্ণ-ভৃঙ্গার হস্তে রমাপতির প্রবেশ)

রমা। রাজার পোষাকটা পাওয়ায় কাজের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। সুবর্ণ-ভৃঙ্গার হস্তগত হয়েছে, এখন দেখি—যদি অন্য ঘরে কিছু পাই। (কমলাকে দেখিয়া স্বগত) মরি, মরি, চাঁদের রূপ-জ্যোতি অঙ্গে জড়িয়ে কে ওই সুন্দরী শুয়ে রয়েছে? কে তুমি বালিকা? তুমিই কি রাজকুমারী? না—না, এই প্রাণোন্মাদকারী রূপে আত্মবিস্মৃত হবার এই কি সময়? চলে যাই—চলে যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। (নিদ্রাবশে) হৃদয়েশ্বর, কোথায় তুমি? একবার দেখা দাও।

রমা। (স্বগত) সুন্দরি! ভাগ্যবান সেই, যে তোমার মত সুন্দরীর হৃদয়েশ্বর হতে পেরেছে। ছিঃ—ছিঃ—আত্মহারা হ'য়ে আমি একি বল্‌ছি? না—না—আর এখানে থাক্‌বো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। (নিদ্রাবশে) কোথায় তুমি চোর!

রমা। (থমকিয়া) এ কি!

কমলা। (ঘুমঘোরে) মন চুরি ক'রলে ত দেখা দিলে না কেন? এস চোর, তোমার জাতি-কুলের পরিচয় দাও।

রমা। সুন্দরি! চোর তোমার স্বজাতি।

কমলা। (উঠিয়া) এ কি! কে কথা কইলে? তন্দ্রাঘোরে কার কণ্ঠস্বর আমার কাণে গেল? স্বজাতি কে বল্লে? (রমাপতিকে দেখিয়া) কে তুমি? কে তুমি? এঁা এ্যা, এই যে আমার স্বপ্ন-গঠিত মূৰ্ত্তি!

রমা। যে চোরকে কেউ ধর্‌তে পারে নাই, সে আজ তোমার নিকট ধরা পড়ল। পলায়নের সহস্র পথ ছেড়ে দিয়ে হাত এগিয়ে দিয়ে বাধা পড়ল।

কমলা। আমিও যে আমার প্রাণ-পুষ্প তোমার চরণে অঞ্জলি দিয়েছি চোর!

রমা। বহু সম্মানে সে অঞ্জলি গ্রহণ করছি রাজকুমারি! ভগবান স্বয়ং আমাদের বিবাহের ঘটক। নতুবা তোমার স্বপ্ন-পথে আমার মূৰ্ত্তি জাগ্‌ল—আবার তোমার জাগ্রত চক্ষে আমার মূৰ্ত্তির সহিত সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট-মূৰ্ত্তি ঠিক মিলবে কেন? ভগবানের এ ইঙ্গিতে কি এই বুঝ্‌ব না যে আমরা উভয়ে উভয়ের জন্য সৃজিত হয়েছি? কিন্তু

তোমার পিতা কি একটা চোরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হবেন?

কমলা। তবে কি হবে?

রমা। যদি তাঁকে স্বীকৃত করাতে চাও, তা হলে আমার সঙ্গে তোমায় আজ যেতে হয়। ভয় করো না রাজকুমারি—তোমার মর্য্যাদাহানি হবে না। আমি তোমাকে যথার্থ ভালবেসেছি। তোমার কাছে কিছু গোপন কর্ব্বনা। আমি মোহনপুরের রাজপুত্র। আমার সঙ্গে গেলে তোমার বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, কালই রাজার সমক্ষে তোমাকে উপস্থিত করব।

কমলা। তুমি বুদ্ধিমান্! তোমার মতেই আমার মত। কিন্তু আমি বুঝ্তে পার্ছি না, কাজটা ভাল কর্ছি কি মন্দ কর্ছি।

রমা। কেন রাজকুমারি, আমাকে কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

কমলা। না। কিন্তু পিতার প্রতি কন্যার একটা কর্ত্তব্য আছে ত?

রমা। আছে। সে কর্ত্তব্য যথারীতি পালিত হবে, তবে একটু বিলম্বে। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর্‌বার অবসর নাই। এখানে আর একটু অপেক্ষা কর্‌লে আমার জীবন-সংশয় হবে। তুমি কি তাই চাও রাজকুমারি?

কমলা। না। তবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বাপীতট।

সন্ন্যাসিবেশে রণরাও উপবিষ্ট।

[illegible]। আরে দেখ, চোরই বা কই—সাধুই বা কই! ব'সে ব'সে যে বিরক্ত হয়ে গেলুম। এই পুকুর-ধারে এই বিরাট্ মশার কামড়ে সাধু

বসেছিলেন কেমন ক'রে? বাপ্, শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত মশাতেই খেয়ে ফেল্লে। ধুনিটা নিভে গিয়ে মশাগুলোর আরও সুবিধা হয়েছে; তারা বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আক্রমণ করেছে। চোর ধরা মাথায় থাক বাবা, মশার কামড় থেকে অব্যাহতি পেলে হয়। ঐ না কে আস্‌ছে? আর যায় কোথা? এইবার ঠিক ধর্‌ব। একটু চুপ করে থাকি। যে আঁধার, আমাকে সহজে দেখতে পাবে না।

(রাজকুমারীর সখী সরলার প্রবেশ)

সরলা। প্রহরী বল্লে, রাজা এই পুকুরের ধারে আছেন। কৈ রাজা? রাজকন্যার নিরুদ্দেশ-সংবাদ ত রাজা ভিন্ন যাকে তাকে বল্‌তে পারি না। (অনুসন্ধান)

রণ। (স্বগত) আর পালাবে কোথা? (উঠিয়া জাপটাইয়া ধরিয়া) তবে রে শালা!

সরলা। ওরে বাবা রে!—কে রে?

রণ। তোর যম।

সরলা। এ যে মহারাজ! ছাড়ুন—ছাড়ুন।

রণ। বড় হায়রাণ করেছ। তোমার জন্য আমার প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। ধরেছি যখন, তখন আর কি ছাড়ি?

সরলা। ছিঃ—ছিঃ মহারাজ, আমি আপনার কন্যা-স্থানীয়া, আমাকে ও রকম কথা বল্‌বেন না!

রণ। ওরে ব্যাটা, আবার মেয়ে সেজেছ?

সরলা। মহারাজ, বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনি আমাকে চোর ভেবেছেন। আমি চোর নই,—আমি সরলা—রাজকুমারীর সখী। (রণরাও

জিহ্বা কর্ত্তন করিল ও সরলাকে ছাড়িয়া দিল) চোরে রাজকুমারীকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

রাজা। এঁ্যা—বলিস্ কি,—বলিস কি! চল্—চল্—

[দ্রুত প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

সারদার বাটী।

কিশোর ও রমাপতি।

কিশোর। কাজ ত শেষ হ'ল; তা হ'লে চল্, তল্পী-তল্পা গুটিয়ে এখান থেকে রাজার বাড়ী রওনা হওয়া যাক্।

(চুণি, বালি ও সারদার প্রবেশ)

বালি। (সাগ্রহে) কোথায়—কোথায় রওনা হ'বে?

কিশোর। দেশ পানে। (বালি পাছু ফিরিয়া মুখ ভার করিল) বলেছিলুম ত সুন্দরি—বিদেশী পাখী—তাকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে চিররুদ্ধ ক'রে রাখার কল্পনাও বাতুলতা।

বালি। (অপাঙ্গদৃষ্টিতে) কে কল্পনা ক'রেছে? কিসের কল্পনা?

সারদা। তাই তো গো বাবারা, তোমরা কি আজই উঠ্‌ছ না কি?

রমা। হ্যাঁ মাসি, আমরা এখান থেকে আজই উঠ্‌ব। এই তোমাদের পুরস্কারস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা নাও। (মুদ্রাপূর্ণ থলি দান)

সারদা। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তোমার আরও বাড়-বাড়ন্ত হোক্।

চুণি। অর্থ? অর্থ কিসের জন্য? দৈহিক সুখ? কৈ, সে কামনা ত আর নাই। তার চেয়ে তোমার ঐ পবিত্র চরণ-রেণু আমার মাথায় দাও, আমার কলুষিত জীবন পবিত্র হ'ক। (পদধূলি গ্রহণ)

সারদা। ও মা! (গালে হাত দিয়া অবস্থান)

বালি। আমারই বা টাকার কি দরকার?

সারদা। (নির্ব্বাক্ বিস্ময় প্রকাশ)

কিশোর। তবে একটু চরণ-রেণু-টেণু—(নিজের পদধূলি দিতে উদ্যত)

বালি। আর চরণ-রেণুতে কাজ নাই—যাও।

কিশোর। আ অভাগিনি!

(দ্বৈত গীত)

কিশোর। কি দেখে মজিলে? কি দেখে ভুলিলে?
ভুলে যাও, ভুলে যাও, মোরে।

বালি। কেমনে তা পারি, ও মুখ পাশরি,
মেরেছ কাটারি হৃদিপরে॥

কিশোর। নিমেষের দেখা—নিমেষের লেখা, হৃদি হতে ফেল মুছে,
সব বাধা যাবে ঘুচে;

বালি। নহে জল-রেখা, পাষাণে আঁক;

কিশোর। মুছিলে মুছিবে—

বালি। মরম ফাটিবে,—

কিশোর। তবু ভোল সখি, তবু ভোল:

বালি। ভুলি গো কেমনে, মানে কই মনে, হৃদয় সতত ঝুরে॥

(চক্ষে অঞ্চল দিয়া বালির প্রস্থান ও
কিশোরের অশ্রু মোচন)

কিশোর। আ অভাগিনি! (পুনরায় অশ্রুমোচন) জগদীশ্বর, তুমি এই

অভাগিনী বালিকাকে সুখী ক'রো। চল ভাই, এখন যাওয়া যাক্। আসি মাসি, আসি দিদি।

চুণি। এস ভাই এস! (কিশোর ও রমাপতিকে প্রণাম)

সারদা। এস,—বাবা এস! (প্রণাম)

কিশোর। অনেক দৌরাত্ম্য করা গেছে, কিছু মনে ক'র না।

সারদা। কিছু না বাবা—কিছু না।

[কিশোর, রমাপতি ও তৎপশ্চাৎ সারদার প্রস্থান।

(বেগে বালির প্রবেশ ও চুণিকে জড়াইয়া গীত)

সই! মরম দলিয়া যায়,
কে ওরে ফিরায়?
শিকলি কাটিয়ে পাখী, উড়িয়ে পলায়॥
মরম পাসরি সখি, লুটাইনু তার পায়,
কেমন নিঠুর সখি?—হেসে চ'লে যায়॥

(চুণির প্রত্যুত্তর-গীত)

তারে নিঠুর কেমনে বল?
বলা নাহি যায়।
বুঝিলে না তুমি সখি,
কি চোকে সে চায়॥
দিলে না মুখের আশা, পড়নি নয়ন-ভাষা,
(তার) আঁখি দুটি ছল ছল লইতে বিদায়॥

বালি। তাই কি? দিদি! তাই কি? আমার তরেই কি তার নয়ন-প্রান্তে দু' ফোঁটা অশ্রু দেখা দিয়েছিল? দিদি, সে কি ঠিক আমারই তরে?

চূর্ণি। বোনটি আমার! বুদ্ধিমতী হয়েও ভালবাসায় অন্ধ হ'য়ে, তোমার প্রতি তাঁর প্রীতি তুমি অনুভব করতে পারলে না। বুঝতে না পেরে এ তুমি করলে কি? তাঁদের এমন সুখের মিলনে, এমন নির্ম্মম বিদারণ-রেখা টেনে দিলে? এখন না পাবে সে স্ত্রীর প্রণয়ে সুখ, না হবে তার পক্ষে সংসার মধুময়। প্রকৃত প্রণয়িনীর এ ত কর্ত্তব্য নয়। প্রকৃত ভালবাসায়, সর্ব্ববিষয়ে আত্মত্যাগ চাই। এমন ভাল যদি না বাসতে পারা যায়, তবে সে ত ভালবাসা হ'ল না বোন্—সে ত আসঙ্গলিপ্সা। কিন্তু সুখ আসঙ্গ-লিপ্সায় নয়,– সুখ আত্মত্যাগে।

বালি। দিদি! দিদি! ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি দিদি আমার, এ কথা ত কখন শুনিনি! আভাসে, ইঙ্গিতেও ত এ কথা কেউ আমায় বলেনি! দিদি! এতদিন আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলুম। আজ এই পুণ্য-মুহূর্ত্তে, এই বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে এতদিনের পর তোমার ধরা পেলুম। কিন্তু তবু বুঝতে পারলুম না—তুমি কি?

চূর্ণি। বেশ্যা—জঘন্য গণিকামাত্র।

বালি। আর ত তোমায় তা ব'লতে পার না দিদি। জানি না কোন্ কুল-মহিলা আজ তোমার অপেক্ষা গরীয়সী? কোন্ দেবী আজ তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠা? এখন বল দিদি, কি করলে তিনি সুখী হন?

চূর্ণি। এই ত তোমার উপযুক্ত কথা হ'ল বোন্। তা হ'লে চল, সবিতাকে স্বহস্তে কিশোরের করে সমর্পণ করবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

রাজসভা।

রণরাও ও ভরত।

রণ। মন্ত্রি! অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের ঘোষণা ত প্রচার করা হ'ল। চোর কোন সংবাদ পাঠিয়েছে কি?

ভরত। আজ্ঞে হাঁ, তারা এল বলে।

রণ। কিন্তু মন্ত্রী, আমার কন্যার সম্বন্ধে কি হবে?

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। কি আর হবে? চোরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলুন।

রণ। তুমি আবার কে?

কিশোর। আজ্ঞে আমি—দোস্‌রা।

রণ। দোস্‌রা কি?

কিশোর। ঐ যাদের সন্ধান কর্‌ছিলেন। পয়লা পেছিয়ে আস্‌ছে, দোস্‌রা হাজির।

রণ। এই—কে আছ? আমার কন্যাপহারী দুর্ব্বৃত্তকে এখনি বন্দী কর। (প্রহরী অগ্রসর হইল)

কিশোর। (প্রহরীকে) স্থির হও। (রাজার প্রতি) মহারাজ! নিজ ঘোষণা স্মরণ করুন। ঘোষণার প্রতিকূলতাচরণ ক'রে, সিংহাসনে কলঙ্ক আন্‌বেন না। স্বেচ্ছায় করতলগত আমি, আমাকে বন্দী করাটা কৃতিত্বের পরিচায়ক বটে! কিন্তু তবু মনে রাখ্‌বেন—আমরা কোটালের লাঞ্ছনা করেছি, মন্ত্রীমশায়ের ধন হরণ করেছি, আপনাকেও সারারাত্রি পুকুর-ধারে বসিয়ে রেখেছি, আপনার

কন্যাকে প্রহরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি। আমাকে বন্দী করাটা সহজ কাজ নয়। কন্যাকে ত পাবেনই না; কেবল প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে লিপ্ত হওয়াই সার হবে।

রণ। না—না বাপ, তুমি ঠিক ব'লেছ। আমি ক্রোধের বশে কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলুম। এখন আমার কমলা কোথায় আছে, বল? আর বল, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার করণীয় বংশ-সম্ভূত কি না? তা' হলে সকল সংশয়, সকল বিপদের অবসান হয়।

কিশোর। মহারাজ! যিনি আপনার কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছেন, তিনি মোহনপুরের রাজকুমার। সুতরাং তিনি যে আপনার করণীয় বংশ-সম্ভূত—এ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এ অপহরণে আপনার কলঙ্ক নাই। রাজকুমার যথাশাস্ত্র গান্ধর্ব্বমতে আপনার কন্যার পাণি-গ্রহণ করেছেন। মোহনপুরের রাজপুত্র লম্পট নয়, আপনার কন্যাও কুলটা নয়।

রণ। বাবা! সুসংবাদে তুমি আমার প্রাণের পাষাণভার নামিয়ে দিলে। তুমি কি পুরস্কার চাও, বল? প্রতিশ্রুতিমত, আমার কন্যার সঙ্গে অর্দ্ধরাজ্য তোমার বন্ধুকে দেব। অপরার্দ্ধ তুমি গ্রহণ কর।

কিশোর। (জানু পাতিয়া) মহারাজ! আমার প্রতি আপনার অসীম কৃপা। কিন্তু মহারাজ, বন্ধুর সুখে সুখী আমি—রাজ্য-প্রয়াসী নই. সে অর্দ্ধও বরং তাকেই দান করুন। আমি আজীবন যেমন তার স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত, তেমনি তার স্নেহচ্ছায়াতেই বাস করব।

রণ। (বিস্মিতভাবে) তুমিই কি চোর!

কিশোর। সন্দেহ কেন মহারাজ? চোরের মুখে এ কথাগুলো কি বড়ই মহৎ ব'লে শোনালো? দোহাই মহারাজ, আমায় মহৎ ভেবে লজ্জা দেবেন না। আমি যে মহৎ নই, তার পরিচয় মন্ত্রী মশায়

জানেন। (মন্ত্রীর বিস্ময়ভাব প্রকাশ) বিস্মিত হবেন না মন্ত্রীমশাই, আমার ভেতরে যদি মহত্ত্বের কণামাত্রও থাকৃত, তবে কি বিবাহের পর দিনই আপনার কন্যাকে ফেলে চ'লে যাই ?

ভরত। তুমি কি সাধুতার আবরণ দিয়ে আমায় অপমান ক'র্‌তে এসেছ ?

কিশোর। অপমান আপনার যথেষ্ট করেছি, কিন্তু এখন নয়। এই নিন, আপনারই প্রদত্ত যৌতুক অঙ্গুরীয় পাঠ ক'রে দেখুন—আমি আমারুণ গ্রামনিবাসী দেবপ্রসন্নের পুত্র কিশোর—আপনার পলাতক জামাতা।

(মন্ত্রী আংটীর লেখা পড়িলেন)

ভরত। এ্যাঁ, তুমি ! তুমি ! আমরা তোমার নিকট কি দোষ করেছিলুম বাপ ?

কিশোর। দোহাই শ্বশুর মশায়, আমার পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে আর লজ্জিত করবেন না। শ্বশুর মশাই, যে দিন আপনার বাড়ীতে চুরি হয়, সে দিন আমিই আপনার জামাই সেজেছিলুম ; সুতরাং মর্য্যাদা-হানির কোন আশঙ্কা করবেন না।

ভরত। আশঙ্কা বিশেষই করেছিলুম, তবে যখন শুনলুম, যে তুমিই চোর —তুমিই জামাই, তখনই বুঝেছি, যে ধনও যায় নাই, মানও যায় নাই।

রণ। কৈ বাবা, তোমার বন্ধু এখনও এলো কই ?

কিশোর। এল ব'লে। সে এই সমস্ত খুলে বলবার জন্য আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলে। একটি পৃথক্ বাসায় সে রাজকন্যাকে রেখেছে, তাকে নিয়ে সে আস্‌ছে, আমি বরাবর চ'লে এসেছি।

রণ। বটে ! (দূরে রমাপতিকে দেখিয়া) ঐ যে তারা আস্‌ছে। আহা, কি সুন্দর চোর ! মন্ত্রি, দেখ—দেখ—যেন, হরপার্ব্বতী কৈলাস থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কি আনন্দ—কি আনন্দ !

(রমাপতি ও কমলার প্রবেশ)

রমা। মহারাজ, আমার সকল অপরাধ—

কমলা। পিতা—

রণ। চুপ কর্। তোরা কথা কস্‌নে। ওরে, নর্ত্তকীদের ডাক্। নাচ, গাও, আমোদ কর। মন্ত্রি, তোমার মেয়েকেও নিয়ে এস। আজ যুগল যুগল মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক করি।

ভরত। যথা আজ্ঞা মহারাজ! যথার্থই বলেছেন, আজ বড় আনন্দের দিন।

[দ্রুত প্রস্থান]

রণ। যাই, রাণীকে এ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

রমা। কিশোর! সত্যই আজ বড় আনন্দের দিন।

কিশোর। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) শুধু যদি—(নেপথ্যে বালির গীত) (চঞ্চলভাবে) ও কি! ও কার স্বর? এখানে ও কার স্বর?

(সবিতার হস্তধারণ পূর্ব্বক গাহিতে গাহিতে বালির প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ চুণির প্রবেশ)

ধর হে ধর সখা উপহার।

(কিশোরের হস্তে সবিতার হস্ত অর্পণ)

ভাসিয়ে আসিয়ে চরণ-মূলে, লেগেছে তোমার।

আর লহ সখা বিন্দু আঁখি-জল—

উজ্জল ভাতি তাপে নিরমল।—

মম সর্ব্বস্ব ধন, সকল সম্বল ; আর কিছু নাহিক আমার।

কিশোর। বালি! তুমি ধন্য—শুধু ধন্য!

বালি। তোমার এ সাধুবাদ মাথা পেতে নিলুম। (প্রণাম)

(ভরত, শ্যামসিংহ, সভাসদ্‌গণ ও নাগরিকগণের প্রবেশ)

রমা। এই যে কোটাল মশাই! মাফ্‌ করবেন, আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। তার মূল্যস্বরূপ এই লক্ষমুদ্রা গ্রহণ ক'রে বাধিত করুন। অপহৃত ধন-রত্নাদি গিয়েই ফিরিয়ে দেব।

কিশোর। আর আপনার নামলেখা একটা আংটী একটি লোক আমায় দিয়েছে; তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এইটি বাঁধা রেখে তার কাছে জল না কি খেয়েছিলেন। (শ্যামসিংহ লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিলেন)

(রাজা রণরাও ও রাজা সমরসিংহের প্রবেশ)

রণ। কোটাল! মুখ নামিয়ে থাক্‌লে হবে না। আমোদ কর। সবাই আমোদ কর। আজ সবার সাত খুন মাপ। আর এই একটা বুড়ো রাজা তার কনিষ্ঠ পুত্রকে খুঁজ্‌তে আমার রাজ্যে এসেছে। আজ যেন আমার রাজ্যে কেউ নিরানন্দ না থাকে। দাও, এঁকে একটা কনিষ্ঠ পুত্র দিয়ে দাও।

সমর। পুত্রহারাকে নিয়ে আর তামাসা করো না রাজা।

রণ। বেয়াইএর সঙ্গে কি তোমার রাজ্যে তামাসা করে না রাজা? তবে তোমার বিনানুমতিতে তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি ব'লে, যদি সম্বন্ধ স্বীকার না কর—তবে আলাদা কথা।

সমর। (বিস্মিতভাবে) আমার ছেলে—তোমার মেয়ে—বিয়ে—এ সব কি কথা?

রণ। চেয়ে দেখ রাজা, ঐ অপরাধীর মত, অবনত-শিরে কে দাঁড়িয়ে!

সমর। (ছুটিয়া গিয়া রমাপতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) রমাই—রমাই, বুড়ো বাপকে কি এমনি করেই কাঁদাতে হয়?

রমা। (অশ্রুমোচন করিয়া) স্নেহময় পিতা, তোমার অবাধ্য, দুরন্ত সন্তানকে মার্জ্জনা কর।

সমর। ওরে, ছেলে একটু দুরন্ত ভাল। বেশী ঠাণ্ডা হ'লে সর্দ্দির মত বুকে ব'সে যায়।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

রণ। তোমরা নাচ, গাও। (চুণি ও বালিকে নীরবে একধারে দণ্ডায়মান দেখিয়া) তোমরা এক পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? নাচ—গাও—

চুণি। (জনান্তিকে বালিকে) এত দিন পরে আবার নাচ্‌ব?

বালি। না দিদি, তা বল্লে হবে না। আজ এই মিলনের দিনে নর্ত্তকীকে একবার সন্ন্যাসিনীর মধ্যে ফিরিয়ে আন।

চুণি। বেশ, তবে তাই হ'ক।

(চুণি, বালি ও নর্ত্তকীগণের গীত)

আজি, মধুর মিলনে, হৃদয়-বাঁধনে
যুগলে যুগল মিলিয়া গাও।
আজি, জনম সাধনে, পেয়েছ রতনে
জীবনে-মরণে বাঁধিয়া দাও॥
আজি, বহুক মলয়-পবন ধীরে,
কুসুম সুবাস—সিকত নীরে—
আজি, ভরুক ভাবেতে, ভাবুক প্রাণ,
গাহুক কোকিল পঞ্চমে গান,
স্বরগ-সুষমা মরতে বহাও॥

যবনিকা।

যায়। ভাষা প্রাঞ্জল, চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসনীয়। এই নূতন নাটকখানির অভিনয় দর্শনে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি।"

নির্ভীক "নায়ক" বলেন ঃ—"বীররাজা নাটকখানিতে নানা গুণপনার পরিচয় আছে। প্রথম গুণ এই যে, অনাবশ্যক ফেনাইয়া বলিবার চেষ্টা ইহার কোথাও নাই। বিনা আড়ম্বরে সকলেই আপন আপন কাজ করিয়া গিয়াছে। যে জিনিসটা এখনকার নাটকে বড় একটা পাওয়া যায় না, তাহারও ইহাতে অভাব নাই ; সে জিনিসটা হইতেছে—ঘাত-প্রতিঘাত। বীররাজার আর একটি মহৎ গুণ এই যে, অনুকরণের উৎপাত ইহাতে নাই। প্লটে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যে তৃপ্তিলাভ করিবেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

বিখ্যাত "বাঙ্গলা" বলেন ঃ—"বীররাজা নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক। নাট্যকার নূতন হইলেও গ্রন্থখানিতে নাটকত্বের অপহ্নব ঘটে নাই। ঘাত-প্রতিঘাত বেশ আছে। নাটকখানি ভাল হইয়াছে।"

প্রতিষ্ঠিত "সময়" বলেন ঃ—"বীররাজা ঐতিহাসিক নাটক। মিনার্ভা থিয়েটারে বেশ সমারোহে ইহার অভিনয় হইতেছে। বইখানি পড়িয়া দেখিলাম, ইহা অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। ইহার লেখা ভাল, রুচি প্রশংসনীয়। নাটকীয় গুণ ইহাতে আছে। বোস্তম-চরিত্র আদর্শ-চরিত্র। মহত্ত্বের, বীরত্বের ও তেজের এমন উজ্জ্বল নিদর্শন, এমন বিরাট্ আদর্শ সচরাচর নাট্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা চরিত্র-চিত্র বিষয়ে গ্রন্থকারের প্রশংসা করি। ইহা ছাড়া নাটকের আখ্যান বস্তুটুকুতেও একটু বিশেষত্ব আছে—কাহারও ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম উদ্যমে এত সাফল্য অতি অল্প নাট্যকারের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। নির্ম্মল শিব বাবুর ভবিষ্যৎ

আশাপ্রদ। আমরা তাহার কাছে আরও নূতন নাটকের দাবী করি।”

বাজে বুক্নির চোটে, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মেকী ও খাঁটির পার্থক্য বুঝা যায় না বলিয়া ঐ মন্তব্য কয়েকটি প্রকাশ করিলাম; স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য মতামত দিতে পারিলাম না, এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বীরভূমবাসী নবীন নাট্যকার বীরভূমের শেষ হিন্দুরাজা বীররাজার আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে নাটকখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা খাঁটি সোনা কি না! গ্রন্থের মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।